গৃহস্থালী কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিতে
নারীর অবদান

গৃহস্থালী কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে

জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান

বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন

দেবরা ইফর্‌ইমসন

জুলিয়া আহমেদ

সাকিলা রুমা

সম্পাদনায়

সাইফুদ্দিন আহমেদ

গবেষক দল

গাউস পিয়ারী মুক্তি, সৈয়দা অনন্যা রহমান, নাজনীন কবীর

সৈয়দ মাহবুবুল আলম, আমিনুল ইসলাম সুজন

গবেষণা সহযোগী সংগঠন

পালস্ তায়ামা, শহীদ নজরুল স্মৃতি সংঘ (এন এস এস), ইয়ং পাওয়ার ইন স্যোশাল এ্যাকশন (ইপসা), বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (বিআইসিডি), সিলেট যুব একাডেমী, চাঁদপুর কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট সংস্থা (সিসিডিএস), সার্ভিস অব হেল্পিং ইনল্যান্ড অব পুওর পিপল (শিপা), মালটি টাস্‌ক, সেভ দি কোস্টাল পিপল (স্কোপ), রুরাল এক্টিং এরেঞ্জমেন্ট সেন্টার (র‍্যাক), কাড়াপাড়া নারী কল্যাণ সংস্থা (কেএনকেএস), প্রশিক্ষিত যুব কল্যাণ সংস্থা (পিযেএস), গণ-কল্যাণ কেন্দ্র, সংযোগ, ইয়েস বাংলাদেশ, মানব উন্নয়ন সংস্থা, একলাব, সিয়াম।

সহযোগিতা
ক্যানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা)
হেলথব্রিজ

প্রচ্ছদ
সাইফুদ্দিন আহমেদ

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট - হেলথব্রিজ
প্রথম সংস্করণ: মে ২০০৮
দ্বিতীয় সংস্করণ: নভেম্বর ২০১৩

সূচীপত্র

ভূমিকা ১৩
প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ১৫
উদ্দেশ্য ২৬
মূল আলোকপাত ২৭

ফলাফল
নমুনা জরিপ-এর ফলাফল ২৯
একান্ত সাক্ষাৎকারের ফলাফল ৩৮
কেস স্ট্যাডি: রেহানার ব্যস্ত দিন ৪০
কেস স্ট্যাডি: একজন গ্রামীণ গৃহিণীর জীবন ৪৩
ফোকাস গ্রুপ আলোচনার ফলাফল ৪৭

বিশ্লেষণ
বাজার দাম অনুযায়ী নারীর কাজের মূল্য হিসাব ৫৩
সরকারি বেতন অনুযায়ী নারীর কাজের মূল্য হিসাব ৫৭
আলোচনা ৫৯
উপসংহার ও সুপারিশ ৬২
নির্দেশিকা ৬৬

পরিশিষ্ট-১ নারীর নিয়মিত কাজের তালিকা ৬৭
পরিশিষ্ট-২ প্রশ্নপত্র ৭০

সারণী তালিকা
সারণী ১: অংশগ্রহণকারীদের বয়স ২৯
সারণী ২: অংশগ্রহণকারীদের আয় ৩০
সারণী ৩: অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ৩১
সারণী ৪: অংশগ্রহণকারীদের পেশা ৩৩
সারণী ৫: অংশগ্রহণকারী পরিবারের প্রধান ৩৪
সারণী ৬: নারীর গৃহস্থালী কাজে সময় ব্যয় ৩৪
সারণী ৭: পুরুষ কি নারীর গৃহস্থালী কাজে সহযোগিতা করে ৩৬

সারণী ৮: নারীর কাজের গুরুত্ব ৩৭
সারণী ৯: অংশগ্রহণকারীদের সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় ৩৮
সারণী ১০: অংশগ্রহণকারীদের রাতে ঘুমানোর সময় ৩৯
সারণী ১১: নারীর অবসর সময় ৪৫
সারণী ১২: অংশগ্রহণকারীদের পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী'র আলোচনা ৪৬
সারণী ১৩: ঢাকার উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং ঢাকার বাইরের বিভিন্ন পরিবারে গৃহস্থালী কাজের জন্য মাসিক ব্যয় এবং আনুমানিক সময় ৫৪

চিত্র তালিকা

চিত্র ১: অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ৩১
চিত্র ২: গৃহস্থালী এবং বাইরের কাজের সাথে সম্পৃক্ততা ৩৩
চিত্র ৩: নারীর গৃহস্থালী কাজে সময় ব্যয় ৩৫
চিত্র ৪: পুরুষ কি নারীর গৃহস্থালী কাজে সহযোগিতা করে ৩৬
চিত্র ৫: নারীর কাজের গুরুত্ব ৩৭
চিত্র ৬: নারীর অবসর সময় ৪৫
চিত্র ৭: অংশগ্রহণকারীদের পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী'র আলোচনা ৪৭
চিত্র ৮: একজন সাধারণ নারীর সারাদিন ৪৮

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

CIDA'র আর্থিক এবং HealthBridge এর কারিগরী সহযোগিতায় এ গবেষণাটি সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাদের এ সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। সেই সাথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ গবেষণার জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করে সহযোগিতা করেছে বিভিন্ন সংগঠন। সংশ্লিষ্ট সংগঠন এবং মাঠপর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া তথ্য, উপাত্ত দিয়ে বিভিন্নমুখী সহযোগিতার মাধ্যমে গবেষণাকে সফল করতে যারা সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয় সংস্করণের উদ্দেশ্য

এটি গৃহস্থালী কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান (২০০৮) প্রতিবেদনটির দ্বিতীয় সংস্করণ। ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে পরিচালিত "গৃহস্থালী কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীদের অবদান" শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমটি ২০০৬ সালে পরিচালিত হয়। তখন থেকে এই প্রকাশনাটিকে কেন্দ্র করে সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্ষুদ্র পরিসরে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহন করা হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও ছোট-বড় নিবন্ধ, ফিচার প্রকাশিত হয়েছে।

এই গবেষণার বিষয়টিকে নিয়ে অনেক বড় আকারে কিংবা ব্যাপকভাবে ধারাবাহিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। তবে নারীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীদের প্রকৃত অবদানের রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টির গুরুত্ব এবং একই সাথে বিষয়টি নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনার আন্তরিক তাগিদ থেকে এটি পূণ:প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়।

এই প্রতিবেদনে গৃহস্থালী কাজের বর্তমান মূল্য অনুযায়ী পরিসংখ্যান এবং নারীরা সাধারণত যেসব গৃহস্থালী কাজ করে সেগুলোর মাধ্যমে তাদের মোট অবদান তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের গবেষণা পদ্ধতি অংশটি বিস্তারিত করা হয়েছে। এছাড়া এই বিষয়ে পূর্বের তথ্যের পাশাপাশি কিছু ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংযুক্ত করা হয়েছে।

মুখবন্ধ

অর্থনীতিতে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অবদান অপরিসীম। গৃহস্থালী কাজের মাধ্যমে নারীরা পারিবারিক ক্ষেত্রেতো বটেই, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও রাখছে অপরিসীম অবদান। এরাই আমাদের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা এবং পরিবার গঠনের অন্যতম অবলম্বন।

গৃহস্থালী কাজের মাধ্যমে নারীরা পারিবারিক ক্ষেত্রে উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। নারীদের সকল কাজকেই অর্থমূল্যে পরিমাপ করা যুক্তিসঙ্গত হবে না বা সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের সম্মিলিত কাজের সমন্বিত রূপটিকে জানার এবং জানানোর একটা প্রচেষ্টা অবশ্যই করা যেতে পারে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ তে জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরনের বিষয়ে বলা হয়েছে। যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, দাতা সংস্থা, উন্নয়ন কর্মী, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি সকলের কাছে কিছু তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের দেশের নারীরা যদি তাদের প্রাপ্য অধিকারটুকু পায় তাহলে অনেক সমস্যারই সমাধান সহজ হওয়া সম্ভব।

গৃহস্থালী কাজে নারীদের ব্যাপক অবদান জাতীয় অর্থনীতিতে এখনো গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থনীতিতে নারীর অবদান সম্পর্কে সঠিক সমাধানে পৌঁছাতে আরো বৃহত্তর পরিসরে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট মহলের নিকট এমন প্রয়োজন মনে হলে এ উদ্যোগ স্বার্থক ও সফল হবে।

সারসংক্ষেপ

নারীর কাজের আর্থিক মূল্যায়ন বিষয়ক গবেষণার প্রেক্ষাপট, তথ্য এবং গবেষণার ফলাফল এই প্রতিবেদনে যুক্ত করা হয়েছে। প্রতিদিন অসংখ্য কাজের মধ্যে বিশেষ করে কৃষিকাজের কয়েকটি ধাপ এবং ঘর-গৃহস্থালীর প্রায় সব কাজ নারীরা সম্পন্ন করে। তবে এগুলোর বিনিময়ে তারা কোন অর্থ পায় না। এসব কাজের আনুমানিক মূল্য হিসাব করাই ছিল এই গবেষণার একটি মূল লক্ষ্য। আর নারীদের দৈনন্দিন জীবনের কাজ, কাজের গুরুত্ব এবং মূল্য সম্পর্কে জানার জন্য নারী-পরুষ উভয়ের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে জরিপ, একান্ত সাক্ষাৎকার এবং দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়েছে।

নারীদের দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে এই প্রতিবেদনে। যেমন- নারীরা প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৬ ঘন্টা কাজ করে। সাংসারিক জীবনে অধিকাংশ নারীর কোন অবসর সময় নেই। তারা আয়মূলক বিভিন্ন কাজসহ গৃহস্থালীর অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। এমনকি যারা অন্যের বাসায় গৃহশ্রমিকের কাজ অথবা চাকরি করেন, তারাও বাইরের কাজ শেষ করে গৃহস্থালী কাজ করেন। অর্থাৎ কর্মস্থল থেকে ফিরে নিজের ঘরের সব কাজ সম্পন্ন করেন।

শহরের তুলনায় গ্রামের নারীদের বেশ কয়েকটি ভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের কাজের ব্যাপ্তিও বেশি। গৃহস্থালীর সব কাজ নারী কর্তৃক সম্পন্ন করার প্রশ্নে নারী-পুরুষ উভয়েই একমত। তবে এসব কাজের গুরুত্ব, ও সঠিক মূল্য এবং নারীর অবদান ও জাতীয় অর্থনীতি এই দুইয়ের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কে তাদের বিশেষ কোন ধারণা, চিন্তা বা কোন আলোচনা নেই।

United Nation System of National Accounts (UNSNA)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী নারীরা কারখানা, খামার বা অফিসে যখন নগদ অর্থের বিনিময়ে কাজ করে শুধু তখনই তাদের শ্রমকে Gross Demestic Product (GDP) এর অর্ন্তভূক্ত হয়। আর নগদ অর্থ বা পারিশ্রমিক ছাড়া নারীর কোন শ্রমকেই জিডিপি'র অর্ন্তভূক্ত করা হয় না।

এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, গৃহিণীরা বিনামূল্যে যেসব গৃহস্থালী কাজ করেন সেগুলোর আনুমানিক মূল্য বছরে ইউএস $২২৭.৯৩ বিলিয়ন থেকে $২৫৮.৮২ বিলিয়ন ডলার। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের বাংলাদেশের জিডিপি'র পরিমাণ ছিল ১১২ বিলিয়ন ডলার।

নারীর গৃহস্থালী কাজের মূল্যায়ন সম্পর্কে বিশিষ্টজনদের মতামত

"নারীর গৃহস্থালী কাজ বাধাগ্রস্থ হলে দেশের অর্থনীতি বাধাগ্রস্থ হবে"

গৃহস্থালী কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট ও হেলথব্রীজ এর যৌথ গবেষণা এই সময়ে নারী অধিকার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গবেষণার বিষয়টি এমন - যা প্রতিটি মানুষ তার নিজ বাড়ীতে দেখছেন। কিন্তু ধরে নিচ্ছেন, এটা কোন কাজ নয়। নারীদের এমনই হবার কথা। বিশেষ করে বিবাহিত নারীদের গৃহস্থালী কাজকে সংসারের কাজ হিসেবেই ধরে নেয়া হয়, এবং এই কাজ যথেষ্ট ভালভাবে করতে না পারলে তাকে অনেক খেসারতও দিতে হয়। এই গবেষণা আমাদের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা অপসারন করে। চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে নারীরা দিনে কত সময় সংসারের কাজে ব্যয় করছেন এবং এই কাজের আর্থিক মূল্য কত বেশী, যা অন্য যে কোন চাকুরীর চেয়ে কম নয়, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী।

এই গবেষণার ফলে নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিজ্ঞানীরা সাহায্য করবে। নারীর গৃহস্থালী কাজের গুরুত্ব শুধু তার গৃহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর দেশের অর্থনীতিতে মূল্য রয়েছে। কাজেই গৃহস্থালী কাজকে সহজ করা এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব, নারীর একার নয়। বুঝতে হবে নারীর গৃহস্থালী কাজ বাধাগ্রস্থ হলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিও বাধাগ্রস্থ হবে।

-- ফরিদা আখতার, নির্বাহী পরিচালক, উবিনীগ
এবং সমন্বয়কারী, তামাক বিরোধী নারী জোট

"সাম্যের সমাজ গড়তে নারীর গৃহস্থালী কাজের মূল্যায়ন করতে হবে"

সাধারণভাবে গৃহস্থালী বা বাড়িতে যে কাজ করা হয় সেগুলোকে নারীর কাজ হিসেবে ধরা হয়। যারা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অথবা নিজে চাকরি করে তারা গৃহশ্রমিকের মাধ্যমে গৃহস্থালী কাজে সহযোগিতা নিলে সেই শ্রমিকদের পারিশ্রমিকও অনেক কম প্রদান করা হয়। কেননা সামাজিকভাবে গৃহস্থালী কাজের কোন অর্থমূল্য কিংবা সঠিক মূল্যায়নও করা হয় না। অপরদিকে নারীরা দিনের অধিকাংশ সময়, কখনও কখনও ২৪ ঘন্টা ঘর-গৃহস্থালী কাজের মাধ্যমে আমাদের পরিবার তথা সমাজকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করার মতো যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করছে, সেটিকে কেবলমাত্র তাদের (নারীদের) দায়িত্ব বা নারীদের কাজ বা তার (নারীর) নিজের কাজ বলে

অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। পিতৃতান্ত্রিকতার ধারাবাহিকতা এর প্রধান কারণ সমাজে পুরুষরা ধরেই নিয়েছে যে, সংসারে বা পরিবারে পুরুষের কাজে সহযোগিতা, গৃহস্থালীর কাজ করা, সন্তান লালন-পালন, অসুস্থদের সেবা-যত্ন ইত্যাদি নারীদের দায়িত্ব।

এমনকি অনেক নারী বাড়ির বাইরে চাকরি করলেও বাড়িতে ফিরে প্রায় একইভাবে গৃহস্থালীর সব কাজ করতে হচ্ছে। পারিবারিক বা সামাজিকভাবে এসব কাজের মূল্যায়ন না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে নারী নিজেরাও গৃহস্থালীর কাজকে কাজ বলে মনে করছে না। ফলে নারীদের প্রকৃতপক্ষে যে মুক্তি বা আমরা যে ধরনের সমাজ দেখতে চাই সেটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশে গৃহস্থালী কাজের মূল্যায়নের জন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। যেমন- কিউবার সাবেক রাষ্ট্রপতি ফিদেল ক্যাস্ট্রো রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পুরুষের জন্য গৃহস্থালী কাজ বাধ্যতামূলক করেছে এবং সেখানে কোন স্বামী গৃহস্থালীর কাজ করছে না বলে যদি কোন স্ত্রী অভিযোগ করে তাহলে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আর সেখানকার নারীরা আইনের সুফল লাভ করছে। এসব উদাহরণ থেকে আমাদের এখানেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

আমরা যে ধরনের সমাজ দেখতে চাই সেখানে পরিবারে বা সমাজে নারী-পুরুষ উভয় উভয়ের প্রতি দায়িত্বশীল হবে। সেখানে কারো কাজের মূল্য কম-বেশি থাকবে না। আর এমন সমাজ প্রতিষ্ঠায় আমাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনা দরকার। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের সেই সাম্যের সমাজ গঠনের আন্দোলন সফল হবে বলে আশা করি।

-- খুশি কবীর, সমন্বয়কারী, নিজেরা করি

গৃহস্থালী কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে 'জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান' স্বীকার করার সময় এসেছে। দৈনন্দিন জীবনে নারীর গৃহস্থালী কাজ পরিবারের নানা উৎপাদনমূলক কাজ, নগদ অর্থের বিনিময় না হওয়ায় নারীর অন্যান্য শ্রমকে জিডিপি'র অন্তর্ভুক্ত না করার প্রচলিত নিয়ম বর্তমান ২০১৩ সালের প্রেক্ষাপটে অকার্যকর। কেবল কৃষিকাজই নয়। পানি সংগ্রহ, জ্বালানি সংগ্রহ, গৃহস্থালী ব্যবস্থাপনার মত কাজগুলোকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।

নারীর প্রতি বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের উপর সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যানের বড়ই অভাব। জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর পারিশ্রমিকবিহীন এই নীরব অবদানকে অত্র গবেষনায় তুলে আনার পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। গবেষণাটি সময়োপযোগী, এবং প্রয়োজনীয়। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে এই গবেষনাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একই সাথে এটি নিয়ে সরকারী বেসরকারীভাবে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

-- এডভোকেট তারানা হালিম, সংসদ সদস্য

আমরা বিভিন্ন সংগঠন যখন জেন্ডার বিষয়ক কাজ করি, প্রশিক্ষণ প্রদান করি তখন বিচ্ছিন্নভাবে গৃহস্থালীর কাজের গুরত্বের বিষয়টিও চলে আসে। তবে কোন সংগঠন শুধু এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করছে বলে আমার জানা নেই। সেই জায়গা থেকে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট-এর ২০০৬ সালের প্রতিবেদনটি সম্পর্কে আমি জানি। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটি সত্যিই একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

বর্তমানে বিশ্বের অনেক দেশে এই বিষয়টিকে বেশ গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে। অনেক জায়গায় আইন কিংবা নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। আমাদের দেশেও এবারের বাজেট বক্তৃতায় আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিষয়টির গুরুত্ব স্বীকার করে বলেছেন যে, "নারীদের গৃহস্থালী কাজের স্বীকৃতি দেয়া দরকার। কাউকে না কাউকে এটা শুরু করতে হবে। জাতিসংঘ বা আন্তর্জাতিকভাবে কোন সংগঠন এটা করতে পারে।"

বাংলাদেশ থেকে শুরু হওয়া কন্যাশিশু দিবসটি যেমন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত তেমনি এ বিষয়েও উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

-- নাসিমা আক্তার জলি, সচিব
জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম

ভূমিকা

আমাদের পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে নারী-পুরুষকে কেন্দ্র করে। যে কোন সুখী সুন্দর পরিবার তৈরিতে নারী-পুরুষ উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। তবে সময়ের সাথে সাথে জীবনের অধিকাংশ বিষয়কে অর্থমূল্যে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নগদ অর্থ উপার্জনের সঙ্গে যুক্তদেরকে পরিবারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। আর আমাদের দেশের পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বহু দিনের চর্চার ফলে অনেকটা স্বীকৃত হয়ে গেছে অধিকাংশ পুরুষ ঘরের বাইরে (অফিস, কারখানা ইত্যাদি) এবং নারী গৃহস্থালী সামলানোর কাজ করবে।

অধিকাংশ নারী কেবলমাত্র 'গৃহিনী' হিসাবে গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত হওয়ায় একদিকে পরিবারের উপার্জনক্ষম পুরুষ সদস্য বাবা, স্বামী বা পুত্র সন্তানের আয়ের উপর নারীদের নির্ভরশীল হতে হয়। অন্যদিকে শুধু অর্থ উপার্জনমূলক কর্মকান্ডকে প্রাধান্য দেয়ায় গৃহিনীদের গৃহস্থালী শ্রমকে গুরুত্বহীন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আবার চাকুরীজীবি নারীকেও গৃহস্থালীর বেশিরভাগ কাজ সম্পন্ন করতে হয়। অর্থাৎ চাকুরীজীবি বা গৃহিণীসব নারীকেই গৃহস্থালীর কাজে সময় ও শ্রম দিতে হয়। কিন্তু এই দ্বিগুন শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন হয় না।

গৃহস্থালীর সব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অনেক নারী পারিবারের উৎপাদনমূলক বিভিন্ন কাজেও নিয়োজিত থাকেন (পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনা, উঠানের পাশে সবজি চাষ, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি)। শিশুর লালন-পালন, রান্না-বান্না, বয়স্ক, অসুস্থদের সেবাসহ একটি পরিবারের পারিবারিক সকল কাজ একজন নারী খুবই দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন। এসব কাজের মাধ্যমেই যুগ যুগ ধরে টিকে রয়েছে আমাদের পরিবার বা সামাজিক অবকাঠামো। তবে এসব কাজের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক বা নগদ অর্থ দেয়া হয় না বলে এগুলোকে মূল্যহীন বা অদৃশ্য কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়। নারীর গৃহস্থালী কাজকে দৃশ্যমান হিসেবে বিবেচনা করার পাশাপাশি নারীকেও গুরুত্বহীন ধরে নেয়া হয়। আর সে কারণেই সামাজিক বা পারিবারিকভাবে নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার হয় নারী।

এই গবেষণায় নারীদের গৃহস্থালী কাজের ব্যাপকতা ও ধরন আলোচনার পাশাপাশি এর মূল্যায়ন রূপপেখা কি হতে পারে তা বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আর আমাদের পরিবার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য নারীর এই শ্রমকে

অবদান হিসেবে বিবেচনা করা খুবই জরুরী। নারীর গৃহস্থালী কাজের গুরুত্ব পারিবারিক-সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয়ভাবেই স্বীকার করে নিয়ে সঠিক মূল্যায়ন হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। একই সাথে গৃহস্থালী কাজের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ে নারী কি ধরনের অবদান রাখছেন এবং এগুলোর মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদানের একটি রূপরেখা এই গবেষণা প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে ।

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

জাতীয় অর্থনৈতিক হিসাব[১] অনুযায়ী সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ পদ্ধতি বা নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। এই নীতিমালা অনুযায়ী জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি পরিমাপের একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো জিডিপি হিসাব করা। বিশ্বের অধিকাংশ দেশের জিডিপি গণনার জন্য জাতিসংঘ প্রদত্ত জাতীয় হিসাব পদ্ধতি (United Nation System of National Accounts বা UNSNA) অনুসরণ করা হয়। এক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা[২] লক্ষ্য করা গেলেও এগুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। আর এই হিসাবের ক্ষেত্রে সতর্ক বা অসতর্ক যেভাবেই হোক না কেন নারীদের শ্রমের আর্থিক অবদান যথাযথভাবে গণনা করা হয় না। ফলে প্রচলিত জিডিপি হিসাবের পদ্ধতিতে নারী-পুরুষের বৈষম্য এবং পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি স্পষ্ট।

UNSNA-এর নির্দেশনা অনুযায়ী নারীরা কারখানা, খামার বা অফিসে যখন নগদ অর্থের বিনিময়ে কাজ করে শুধু তখনই তাদের শ্রমকে জিডিপি'র অন্তর্ভূক্ত করা হয়। আর নগদ অর্থ বা পারিশ্রমিক ছাড়া নারীর কোন শ্রমকেই জিডিপি'র অন্তর্ভূক্ত করা হয় না। ১৯৫৩ সালের UNSNA প্রদত্ত সংজ্ঞা "অনুসারে বিনিময় হোক বা না হোক সকল প্রাথমিক উৎপাদন জিডিপি হিসাবের অন্তর্ভূক্ত" (Marilyn Waring-1998)।

একজন পুরুষ যদি তার প্রধান পেশা হিসাবে সবজি উৎপাদন করে এবং পরিবারের সবজির চাহিদা মেটায় তাহলেও তার ওই উৎপাদিত সবজিকে জাতীয় সম্পদের অন্তর্ভূক্ত করা হবে। কিন্তু একই কাজ কোন নারী করলে তা জাতীয় সম্পদের অন্তর্ভূক্ত করা হয় না। বিষয়টিকে অর্থনীতিবিদ Marilyn Waring ব্যাখা করতে গিয়ে বলেন, UNSNA এর প্রবর্তকগণ মনে করেছেন যে, "Primary

[1] This section draws heavily on Marilyn Waring's book If Women Counted. All references are to her book unless otherwise noted.

[2] There are actually several problems with calculations of GDP, such as the fact that it also ignores the environment and natural resources, and since it is measured per capita, does not distinguish between countries with fairly equal divisions of income and those with strong disparities. Amartya Sen (as cited in Farmer 2005) has repeatedly pointed out to his fellow economists that income is a means to an end, not an end in itself, and it is livelihood, not income, that should be of paramount importance. This paper, however, focuses on women's issues, rather than on a broader critique of GDP.

production and the consumption of their produce by non-primary producers is of little or no importance" বাংলায় এর ভাবানুবাদ হতে পারে, 'পরিবারের প্রধান ছাড়া অন্যান্যদের কাজ খুবই ছোট বা গুরুত্বহীন। আর প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থায় নারীদের কাজগুলোই এই কোটায় বিবেচনা করা হয়'।

সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির বহুদিন পার হলেও অধিকাংশ নারীর প্রাথমিক কাজ কি তা সুনির্দিষ্ট করে বলা বেশ কঠিন। সন্তান লালন-পালন, ঘর-গৃহস্থালী দেখাশোনা, কৃষি ক্ষেতে কাজ করা, স্বামীকে অন্যান্য আয়মূলক কাজে সহযোগিতা করা প্রভৃতির মধ্যে কোনটা প্রাথমিক তা নির্দিষ্ট করতে পারে না। কারণ অধিকাংশ নারী এসব কাজ প্রায় সমান গুরুত্বের সাথে করে। সুতরাং এগুলোর প্রতিটি কাজই তাদের প্রাথমিক কাজ হিসেবে বলা যায়। এমনকি একজন নারী নবজাতকের মায়ের দায়িত্ব পালনকালে এত বেশি কাজ করেন যে, এগুলোর মধ্যে থেকে যে কোন একটিকে তার প্রধান বা প্রাথমিক কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা অসম্ভব।

অন্যদিকে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে শুধু প্রধান বা প্রাথমিক কাজের হিসাব করা হয়। ফলে নারীদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান খুব সহজেই এই হিসাবের বাইরে থেকে যায়। আবার গৃহস্থালী কাজ কোন নারীর প্রাথমিক কাজ হলে UNSNA এর নীতি অনুযায়ী ধরে নেয়া হয় জাতীয় অর্থনীতিতে সে (নারী) কোন অবদানই রাখছে না।

অধিকাংশ কৃষি কাজই UNSNA-এর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। কিন্তু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজকে বাইরে রয়ে গেছে। যেমন- পানি সংগ্রহ, আগাছা পরিস্কার করা, জ্বালানী সংগ্রহ, জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় শস্য উৎপাদন এবং গৃহস্থালী কাজ। এক্ষেত্রে UNSNA-এ থেকে গৃহস্থালীর কাজকে বাদ দেয়ার যে যুক্তি দেখানো হয়েছে তা হলো, গৃহবধূ বা গৃহিণীদের গৃহস্থালী কাজের কোন অর্থনৈতিক অবদান নেই। যদিও গৃহিণীরা খাদ্য প্রস্তুত, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবারের সদস্যদের দেখাশোনা, জামা-কাপড় তৈরি ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, গৃহস্থালী ব্যবস্থাপনা এবং পরিবারের হিসাব নির্বাহের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করেন।

"It is likely that our failure to assign a price for the services of the homemaker has tended to convey the impression that they are valueless rather than priceless."

-Economists Marianne Ferber and Bonnie Birnbaum (Waring 1998)

এ প্রসঙ্গে সহজ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেই পরিবারে গৃহস্থালী কাজের গুরুত্ব অনুভব করা যায়। যেমন- পরিস্কার জামা কাপড় ছাড়া অথবা নিয়মিত সকালে নাস্তা না খেয়ে কি কর্মক্ষেত্রে যেতে পারবেন? পরিবারের সন্তানদের সুশিক্ষিত করা ছাড়া কোন সমাজ কখনোই কি সমৃদ্ধশালী হতে পারবে? বৃদ্ধ ও অসুস্থদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে 'কে' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? সন্দেহাতীতভাবে পরিবারের এসব কাজের জন্য নারীদের ভূমিকা এবং অবদান সবচেয়ে বেশি। তাহলে এসব কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থ না পাওয়ায় এগুলো মূল্যহীন হবে?

নারীর প্রতি বৈষম্যের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখা যায়, কোন পুরুষ নেশা জাতীয় দ্রব্য বিক্রি, চোরাচালানী অথবা অন্য কোন উপায়ে অর্থ আয় করছে অথচ এইসব কাজকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসাবে গণনার পাশাপাশি জিডিপি'র অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ Marilyn Waring বলেন, 'বর্তমানে অর্থনৈতিক হিসাবের যে পদ্ধতি রয়েছে, সেখানে মাদক ব্যবসায়ী, পতিতালয়ের দালাল, অস্ত্র ব্যবসায়ী প্রত্যেকেই জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। অপরদিকে নারী সন্তান লালন-পালন করছে বা বয়স্কদের দেখাশোনা করছে, এক কথায় নিজের পরিবারের মধ্যে যত দায়িত্ব পালন করছে, সেগুলোর কোন অর্থনৈতিক মূল্য নেই'।

এক্ষেত্রে আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, মাদক ব্যবসা বা পতিতালয়ের দালালীর মত অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর কাজকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে কেমন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলছি। এর প্রাথমিক ফলাফল হচ্ছে পরিবারের বাড়তি চাপ মেটাতে অর্থ উপার্জন এবং পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণের উদ্দেশ্যে শুধু একটি পেশা নির্ধারন করছে।

অন্যদিকে শুধু অর্থ উপার্জনমূলক কর্মকান্ডকে প্রাধান্য দিয়ে পরিবারের অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলোকে উপেক্ষা করার ফলে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বেশ কয়েকটি সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তবে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে নগদ অর্থ উপার্জনমূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি গৃহস্থালীর কাজকে সমান গুরুত্ব[৩] প্রদান করা হলে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ব্যবস্থা আরও উন্নত হতো।

[3] See, for example, Heymann and Beem (2005). While the book is about the US, many of the issues addressed are universal. Farmer (2005) refers to the global obsession with generation of wealth rather than with meeting one's basic needs (that is, ensuring human rights for all) as "structural violence", and graphically shows the way such biases generate unbelievable suffering for the poor around the world.

ভূমি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টির দিকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি। এক্ষেত্রে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার (এফএও) সংজ্ঞা অনুযায়ী 'যার ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ আছে এবং বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহার বা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তিনি ভূমির মালিক বা হোল্ডার'। দেশের মধ্যে পরিচালিত আদমশুমারীতে পরিবারের প্রধান হিসেবে যাকে গণনা করা হয় তাকেই ভূমির মালিক হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ বিশ্ব খাদ্য সংস্থার মতে, "জমিতে যিনি শ্রম দেয় বা সরাসরি উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত থাকে তিনি জমির মালিক নয় বরং কোন প্রকার কায়িক শ্রম না দিয়ে যিনি শুধু সিদ্ধান্ত বা নির্দেশনা দেয় এমনকি জমির কাছেও যান না তিনিই মালিক বা হোল্ডার।"

"If the wife of the head of the household omits to weed the maize on a piece of land for which she appears to be taking operational responsibility, the head may instruct her to do so. In such a case it is the head of the household who is the holder" (Waring 1998).

UNSNA এর নির্দেশনা অনুযায়ী জিডিপি হিসাবের ক্ষেত্রে মূলত পুরুষদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ফলে নারীদের অধিকাংশ কাজই বাদ পড়ে যাচ্ছে। আর এভাবেই নারীরা জাতীয় সম্পদের হিসাব থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে। যদিও ১৯৯৩ সালে UNSNA-এর পরিবর্তন করা হয়েছে। তবে এখনও নারীদের কাজ বাদ রয়েছে। (Waring-2003)

বাংলাদেশও এই নেতিবাচক প্রভাবমুক্ত নয়। ১৯৬১ সালে পরিচালিত আদমশুমারীতে নারীর কাজকে উৎপাদনমূলক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড (Productive Economic Activity) হিসাবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ১৯৭৪ সালের আদমশুমারীতে এটি পুরোপুরি বদলে গেছে। নারীর সব কাজকে 'গৃহিণী' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের পিছনের কারণ এমন নয় যে, বাংলাদেশের সব নারী পেশা পরিবর্তন করেছেন বরং বিষয়টিকে গভীরভাবে বিবেচনায় না নিয়েই সংজ্ঞায়নের পরিবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশে শস্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাজগুলোকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে গণ্য করা হয় না। যদিও এ জাতীয় পার্থক্য করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। অথচ এসব বিষয় কখনও কোন আলোচনায় ওঠে না।

এই গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেখা যায়, পুরুষের কাছে গৃহস্থালীতে নারীরা কি কাজ করে জানতে চাইলে খুব 'সংক্ষিপ্ত' উত্তর পাওয়া গেছে, "তারা রান্না করে আর কাঁথা সেলাই করে"। একই প্রশ্নের উত্তরে নারীরা উপরোক্ত কাজের সাথে হাঁস-

মুরগী পালন, সবজি বাগান করা, ধান ভানার (ধান থেকে চাউল তৈরি করা) মতো আরো অনেক দায়িত্ব পালন করেন বলে জানান। নারী-পুরুষের মনোভাবের এই পার্থক্য থেকে অনুমান করা যায় যে, শুমারীতে পুরুষদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করায় নারীর কাজের সঠিক মূল্য চিহ্নিত হয়নি। (Waring-১৯৯৮)

বাংলাদেশ লেবার ফোর্স-এর ২০১০ সালের এক তথ্যে দেখা যায় বাংলাদেশে "অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল" নারী ১৭.২ মিলিয়ন এবং "কর্মজীবী" নারী ১৬.২ মিলিয়ন। এখানে ৩৫ কোটি নারীকে (বয়স ১৫-৬৫) খসড়াভাবে হিসাব করা হয়নি। অর্থাৎ আবারও বলা হচ্ছে গৃহস্থালী কাজের কোন অর্থমূল্য নেই বা অনুৎপাদনশীল।

বাংলাদেশ হোম ওয়ার্কার্স উইমেন এসোসিয়েশন (বিএইচডাব্লিউএ) এর এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, গৃহপরিচারক বা গৃহপরিচারিকার কাজে নিয়োজিতরা প্রতিবছর জিডিপিতে প্রায় ১৫০ বিলিয়ন টাকা (ইউএস ডলার ২.৫৯ বিলিয়ন[৪]) পরিমাণ অবদান রাখছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই অবদান সরকারি পরিসংখ্যানে প্রতিফলিত হচ্ছে না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান ছিল ৪৬২.৩৭ বিলিয়ন টাকা (৭.৯৯ বিলিয়ন ডলার)। এর মধ্যে বৃহত্তর শিল্পের অবদান ছিল ৩২৫.৫৮ বিলিয়ন টাকা (৫.৬২ বিলিয়ন ডলার) এবং ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান ছিল ১৩৬.৮০ বিলিয়ন টাকা (২.৩৬ বিলিয়ন ডলার)। এই পরিসংখ্যান থেকে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, গৃহ কাজে নিয়োজিত মানুষের অবদান, ক্ষুদ্র শিল্পের তুলনায় অনেক বেশি। (ইসলাম ২০০৬)

ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, নিউজিল্যান্ড এবং আরো বেশ কয়েকটি দেশে বিশিষ্টব্যক্তি, সমাজ উন্নয়নকর্মী এবং অন্যান্যরা[৫] নারীর পারিশ্রমিকবিহীন কর্মকান্ডের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবদানের বিষয়টি প্রথমে সামনে নিয়ে আসেন। ফলে পরবর্তীতে সময়ে

---

[4] Using an approximate exchange rate for 2002-03 of 57.90 taka to the US$ (fluctuations in the exchange rate make accuracy difficult).

[5] See, for example, Gender & Work Data Base (http://www.genderwork.ca) and Mothers are Women (http://www.mothersarewomen.com); Waring is herself an economist and former Member of Parliament in New Zealand.

গবেষকগণ উক্ত বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। বিশেষ করে, গৃহস্থালীর পারিশ্রমিকবিহীন কাজের পরিমাপ ও মূল্য নির্ধারণের জন্য অনুসন্ধান করেছেন। বিষয়টি সম্পর্কে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাও (আইএলও) আগ্রহ দেখিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রেও নারীর গৃহস্থালী কাজের মূল্যায়ন এবং চাপ কমিয়ে আনতে পদক্ষেপ গ্রহনের কথা বলা হয়েছে। (পরিশিষ্ট-১)। কিন্তু এটি বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ এখনো পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়নি। UNPAC (United Nations Platform for Action Committee Manitoba) এর এক তথ্য অনুযায়ী, পারিশ্রমিকবিহীন কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিতে নারীদের অবদান প্রায় ১১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশেও এ বিষয়ে কিছু গবেষণামূলক কাজ হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে শামীম হামিদ তার গবেষণা প্রতিবেদন WHY WOMEN COUNT (১৯৯৬)-এর কথা বলা যেতে পারে। তিনি তার গবেষণায় দেখান যে, 'বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রত্যেক নারী তার পারিশ্রমিকবিহীন কর্মকান্ডের মাধ্যমে বার্ষিক গড়ে ৪৭৬৫ টাকা (১৩৩.১৪ ডলার[৬]) পরিমাণ অবদান রাখছেন। যার মধ্যে শতকরা ৩ ভাগ নিজের প্রয়োজন মেটানোর মত যথেষ্ট এবং বাকী ৯৫% আসে গৃহস্থালী কাজ থেকে। অন্যদিকে এক্ষেত্রে পুরুষদের অবদান ২১৯ টাকা (৬.১২ ডলার) যার ২৯% নিজের প্রয়োজন মেটানোর মত যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন এবং ৭১% আসে গৃহস্থালী কাজ থেকে। তিনি সমগ্র দেশের হিসাব করে দেখান যে, নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য করা কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রায় ১৮৮ বিলিয়ন টাকার কাজ সমগ্র দেশে হচ্ছে যার মধ্যে ৯৫% নারীদের অবদান, বাকী ৫% কাজ পুরুষের। এর কোন অংশই জাতীয় পরিসংখ্যানের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে না।'

তার গবেষণা থেকে আরো দেখা গেছে যে, '১৯৮৯/৯০ সালে বাংলাদেশের জিডিপির পরিমাণ হিসাব করা হয়েছিল ৬৩৮ বিলিয়ন টাকা (১৭.৮৩ বিলিয়ন ডলার)। কিন্তু পারিশ্রমিকবিহীন কর্মকান্ড হিসাব করা হলে জিডিপি ২৯% বেড়ে এর পরিমাণ হতো ৮২৫ বিলিয়ন টাকা (২৩.০৫ বিলিয়ন ডলার)'।

শামীম হামিদ তার ওই গবেষণায় একইভাবে হিসাব করে দেখান যে, যদি জাতীয় আয়ের সাথে নারীদের অন্যান্য কাজের সঙ্গে পারিশ্রমিকবিহীন কর্মকান্ডের অবদান যোগ করা হয় তাহলে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীদের অবদান ২৫% থেকে বৃদ্ধি পাবে ৪১% পর্যন্ত। আর পুরুষদের অবদান ৭৫% থেকে কমে দাড়াবে ৫৯%।

[6] Using an approximate exchange rate at the time of 35.79 taka to the US$.

তার গবেষণায় অন্য যে সকল বিষয় উল্লেখযোগ্যভাবে দেখিয়েছেন হয়, তাহলো-

- গতানুগতিকভাবে (Conventional) নারীদের উৎপাদনের ৪৭% এবং পুরুষের উৎপাদনের ৯৮% জিডিপি হিসাবের অন্তর্ভূক্ত করা হয়।
- UNSNA কর্তৃক দেয়া চলমান সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রায় ৯৫% বাজার বহির্ভূত (যেসব উৎপাদন বাজারে কেনাবেচা করা হয় না) উৎপাদন বাদ পড়ে যাচ্ছে।
- গ্রামে কাজের জন্য যে সময় ব্যয় করা হয় সেখানে নারীদের অবদান ৫৩% আর পুরুষদের অবদান ৪৭%।
- বাজার বর্হিভূত (non-market) যে সব কর্মকান্ড সংঘটিত তা হিসেব করা হলে সেখানে নারীর অবদান ৮৯% আর পুরুষের অবদান ১১%।

স্যালারি ডট কম নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ম্যাসাচুসেটস, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক) তাদের একটি গবেষণায় দেখান যে, মায়েরা পারিশ্রমিকবিহীন যে সকল কাজ করেন সেগুলোকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সম্পন্ন করতে হলে প্রত্যেক মাকে গড়ে বাৎসরিক ১,৩৪,১২১ (এক লাখ চৌত্রিশ হাজার একশত একুশ) ডলারের সমপরিমাণ বেতন দিতে হতো। এটি যুক্তরাষ্ট্রের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিক বা একজন বিচারকের বাৎসরিক আয়ের সমান। চাকুরীর পাশাপাশি নারীরা গৃহস্থালী কাজের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৮৫,৮৭৬ ডলারের (বাৎসরিক) সমপরিমাণ কাজ করেন।

গৃহস্থালীর প্রধান দশটি কাজ যেগুলো সাধারণত নারীরা করেন সেগুলোকে অর্থের বিনিময়ে সম্পন্ন করতে হলে কত খরচ হয় এমন একটা পদ্ধতির মাধ্যমে উক্ত হিসাবটি করা হয়েছে। এ গবেষণায় যে বিষয়টি আরো দেখা গেছে, কর্মজীবী/ চাকুরীজীবি মায়েরা তাদের চাকুরীর জন্য সপ্তাহে গড়ে ৪৪ ঘন্টা এবং গৃহস্থালী কাজের সময় ৪৯.৮ ঘন্টা ব্যয় করে। তবে একজন গৃহে অবস্থানরত বা গৃহস্থালীতে পূর্ণসময় কর্মরত একজন মা সপ্তাহে প্রায় ৯১.৬ ঘন্টা কাজ করেন।[৭]

হেলথব্রিজ এর সহযোগিতায় এশিয়ার ৫টি দেশে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। দেশগুলো - বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান এবং ভিয়েতনাম। নারীদের অবদানের আর্থিক মূল্যের উপর ভিত্তি করে এই সবকয়টি দেশের ফলাফলের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তবে বিষয়টি খুবই পরিস্কার যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের

[৭] www.salary.com

কাজ সারাদিন/দীর্ঘ সময় ধরে করতে হয় এবং এসব কাজের সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে।

- ভারত: ভারতের গবেষণা তথ্যানুযায়ী নারীরা সকাল ৫টা থেকে কমপক্ষে রাত ১০টা পর্যন্ত কাজ করে এবং বছরে জিডিপিতে আর্থিক অবদানের পরিমাণ ১২.৮ বিলিয়ন বা ৬১শতাংশ।

- নেপাল: এখানে নারীরা প্রতিদিন ৯.৭ ঘন্টা (গ্রামীণ) এবং ১৩.২ ঘন্টা (শহর) গৃহস্থালী কাজ করে; আর যদি নারীদের গৃহস্থালী কাজের মূল্য হিসাব করা হয় তাহলে জিডিপি'র তা প্রায় দ্বিগুন হবে।

- পাকিস্তান: পাকিস্তানের গ্রাম ও শহর উভয় স্থানের নারীরা সারাদিন প্রায় ১৬ ঘন্টা বিভিন্ন ধরনের গৃহস্থালী কাজ করেন এবং নারীদের বাৎসরিক অবদান ৩৭.৫৫ বিলিয়ন বা জিডিপি'র ২৩.৩%।

- ভিয়েতনাম: ভিয়েতনামের নারীরা জানিয়েছে যে, তারা দিনে কমপক্ষে ৫ ঘন্টা গৃহস্থালী কাজ করেন, সাধারণত তারা চাকরি করেন। তবে যদি নারীদের মূল্য না দেয়া গৃহস্থালী কাজের মূল্য যোগ করা হয় তাহলে জিডিপি ৮৯.৮ থেকে ১৩৫.৯ বিলিয়ন ডলার বা ৬৬% বৃদ্ধি পাবে।

- বাংলাদেশ: বাংলাদেশের নারীরা সাধারণত দিনে ১৬-২০ ঘন্টা কাজ কাজ করেন। গবেষণায় চাকুরী ছাড়া গ্রামীণ এবং শহরের নারীর কাজকে আনুমানিক অর্থমূল্যে ধরা হয়েছে। সব শ্রেণীর নারীদের সম্মিলিত কাজের অর্থমূল্যকে একত্রিত করা হলে তার পরিমান হবে বছরে ৬৯.৮ বিলিয়ন ডলার। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, নারীদের পারিশ্রমিকবিহীন কাজের যদি আর্থিক মূল্য বিচার করা হয় তা জিডিপি'র চেয়ে বেশি হবে।

কাজের ধরণ

"আমি সারাদিন যেসব কাজ করি সেগুলোকে কাজ মনে করি না, এগুলোকে আমার দায়িত্ব মনে করি।" (ফোকাস গ্রুপে অংশগ্রহনকারী) "কাজের বিনিময়ে টাকা পাওয়া যায়, আমরা গৃহস্থালী কাজের বিনিময়ে টাকা পাই না।" (ফোকাস গ্রুপে অংশগ্রহকারী)

অধিকাংশের মতে সেটাই 'কাজ' যা সাধারণভাবে টাকার বিনিময়ে কিছু করা বা একজন মানুষ জীবন ধারণের উদ্দেশ্যে যা করে অর্থ আয় করে। এছাড়া 'কাজ' কোন আনুষ্ঠানিক বিষয়কে নির্দেশ করে। যা ঘরের বাইরে নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে করা হয়। যেখানে একজন মানুষ নির্দিষ্ট সময় কাজ করে বা নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে বিনিময়ে বেতন বা সম্মানী পায়- তাই 'কাজ'।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, 'কাজ' ধরা হয় সেসব কাজকে যা অর্থের বিনিময়ে করা হয়। কিছু 'কাজ' যদি শুধু অর্থের বিনিময়ে 'কাজ'কেই বুঝায় তাহলে কর্মজীবী অনেক মানুষ ও তাদের প্রতিদিনের অনেক কাজ অবহেলিত থেকে যায়। যেমন: গৃহস্থালী বা বাসাবাড়ির কাজ। অথচ এই কাজগুলোও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এগুলোকে বাদ দিয়ে যেসব কাজের বিনিময়ে অর্থ প্রদান করা হয়, সেগুলোকে তথাকথিত উৎপাদনশীল 'কাজ' হিসেবে গণ্য করা হয়।

অবশ্য 'কাজ' পরিচিতি লাভের একটা মাধ্যম। একে অপরের সাথে পরিচয়ের উদ্দেশ্যে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করি "আপনি কি (কাজ) করেন?" সেই অর্থে 'কাজ' বলতে একজন মানুষের নিজের দক্ষতা বা যোগ্যতাকে বোঝায়। আমাদের মধ্যে একটি প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণা রয়েছে যে, যদি কোন নারী অর্থ উপার্জন না করে তবে তিনি কোন কাজ করেন না। এমনকি একজন নবজাতকের মাকেও জিজ্ঞাসা করা হয় "তুমি কি তোমার কাজে ফিরেছো?" এখানে একটা শিশুকে বড় করে তোলা, একজন মায়ের দায়িত্ব-কর্তব্যের পাশাপাশি, খুব কঠিন এবং মূল্যবান কাজও বটে। যারা উপার্জনক্ষম কোন কাজ করেন না, তারা বলে, "আমি কোন কাজ করি না" যার অর্থ হচ্ছে, তারা নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না, তারা পরিবার বা সমাজে কোন ভূমিকা রাখছে না। অন্যদিকে তারা যেসব কাজ করছে তা মূল্যহীন মনে করে।

সব কাজ অর্থের বিনিময়ে হয় না, আবার অর্থের বিনিময়ে যেসব কাজ হয় - তার সবই সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে। মোটকথা অর্থের বিনিময়ে চাকুরির তুলনায় গৃহস্থালীর কাজ এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ অনেক সময় পরিবার বা সমাজের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ পল একিনস (১৯৮৬) মতে যে, " বিশেষত কারখানা, অফিস বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শক্ত সামর্থদের নিয়োগ দেয়া হয়। উৎপাদনের সঙ্গে যার সরাসরি যোগাযোগ নাই। বিপরীতদিকে গৃহস্থালীতে বিনা পারিশ্রমিকে এমন অনেক কাজ আছে যেমন- সন্তান গর্ভে ধারণ, খাবার তৈরি ও পরিবেশন, পোশাক পরিচ্ছদ পরিস্কার ও শিশুদের পরিয়ে দেয়া, বৃদ্ধ ও অসুস্থদের সেবা করা, শিশুদের লেখাপড়া শেখানো এবং ঘরের সবদিকে লক্ষ্য রাখা।"

ফোকাস গ্রুপে অংশগ্রহনকারী একজনের নারীর ভাষায়, "আমি এই পরিবারে আসার আগে আমার শাশুড়ি একা ছিলেন, তার সঙ্গে কথা বলার মতো কেউ ছিল না। এখন আমি আমার শাশুড়িকে কিছুটা সময় দেই, তার সাথে গল্প করি, কাথা সেলাই করি। আমি মনে করি, এই সব যা করি সবই কাজ।"

কৃষি এবং গৃহস্থালীর কাজসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য কোন টাকা প্রদান করা হয় না বা খুবই কম মজুরি প্রদান করা হয়। অপরদিকে যেসব কাজের মাধ্যমে মানুষের উন্নতির সম্ভাবনা খুবই কম সেগুলোর (যেমন- অস্ত্র বিক্রি ইত্যাদি) জন্য উচ্চমূল্য প্রদান করা হয়। আমরা কি বিখ্যাত ক্রীড়াবিদের তুলনায় একজন স্কুল শিক্ষককে বেশি মূল্য দিয়ে থাকি? বিজ্ঞাপনী পেশায় কর্মরতদের চাইতে কী সমাজকর্মে নিয়োজিতদের কাজকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি? কেউ হয়ত বিরোধীতা করতে পারেন, ভাল শিক্ষকের তুলনায় বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ খুবই কম, কিন্তু সত্যিকারের ভাল শিক্ষক খুবই কম এবং তাঁর সেবা খুবই মূল্যবান।

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে টিকে থাকার জন্য উচ্চ বেতনভোগী পেশাজীবীদের বিপরীতে আবর্জনা সংগ্রহকারী ও বাস চালকদের মত কর্মজীবীরা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ? সাধারণত বেতন নির্ধারনী কর্মকর্তাগণ উচ্চশিক্ষিত হওয়ায় এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে বেতন নির্ধারণের কারণে বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে স্পষ্ট বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। ভাল বা খারাপ বেতন পাওয়ার বিষয়টি কর্মীদের দরকষাকষির উপর নির্ভরশীল।

বড় কর্পোরেশন বা কোম্পানীর ব্যবস্থাপক বা কর্মকর্তাগণ কোম্পানীর উৎপাদন বা ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমে সফল হোক বা না হোক উচ্চ বেতন গ্রহন করেন। যাদের দরকষাকষির দক্ষতা কম তাদের বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, ইতোমধ্যে অর্থ উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনেক নারী। এখন আরও বেশি অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে নারীদের কাজের চাপ বাড়বে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভিয়েতনামে নারীদের অংশগ্রহনে একটি সিল্ক তৈরির প্রকল্প বেশ সফলতা লাভ করেছে। ফলে নারীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত নারীরা প্রথমত: বলে যে, এই সফলতায় তারা খুব খুশী। কিন্তু একটু অন্যভাবে জানতে চাইলেই পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায়, এর মাধ্যমে নারীদের কি পরিমাণ অতিরিক্ত কাজ করতে হচ্ছে। এমনিতেই নারীরা সকালে পরিবারের সকলের আগে ঘুম থেকে উঠে এবং রাতে সকলের শেষে ঘুমাতে যায়, এখন এই রেশম পোকাদের খাবার দেয়ার জন্য রাতে প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় জাগতে হয়। সুতরাং তারা (নারীরা) রাতে কখনও ঠিকভাবে ঘুমাতে পারে না।

অবশ্য কিছু সংখ্যক নারীরা জানিয়েছেন, এই বাড়তি আয়ের চাইতে রাতে ভালভাবে ঘুমানো অনেক জরুরী। একটা সুস্থ-সুন্দর পরিবার তথা সমাজের জন্য অনেক কাজ খুবই প্রয়োজনীয়, যেমন- রান্না, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা, কৃষিকাজ, অসুস্থ ব্যক্তি, শিশু ও বয়স্কদের দেখাশুনা করা ইত্যাদি। এইসব গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর পারিশ্রমিক সবচেয়ে কম। বেতনের পরিমাণ কাজের গুরুত্ব এবং কাজের প্রতি আগ্রহকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে নারীদের বিশেষণ হিসেবে সাধারণভাবে ব্যবহৃত দু'টি শব্দকে পরিবর্তনের জন্য পরামর্শ বা দাবি জানানো হয়। একটি হচ্ছে "ওয়ার্কিং ওম্যান" বা "কর্মজীবী নারী"। স্বাভাবিকভাবে এই শব্দের মাধ্যমে চাকুরীজীবী বা অর্থ উপার্জনক্ষমদেরকে বোঝানো হয়। আলোচনায় আসে তাহলে যারা গৃহস্থালী কাজ করে তারা কোন "কাজ" করে না অথবা গৃহস্থালী কাজ কোন "কাজ" না। সেটা তো হতে পারে না। ফলে যারা টাকার বিনিময়ে কাজ করে তাদেরকে "ফরমাল এমপ্লয়েড" বলা। একইভাবে "হাউজওয়াইফ" শব্দের পরিবর্তে "হাউজ ম্যানেজার" ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় এদেশের অর্থনীতিতে নারীরা যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, সে সংক্রান্ত তথ্যগত শুন্যতা পূরণ করা এবং ভবিষ্যতে এর সঠিক মূল্যায়নের লক্ষ্যে এডভোকেসি করা এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। নারীরা পারিশ্রমিকবিহীন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিতে রাখছে সে বিষয়টি সম্পর্কে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি নীতি নির্ধারকদের বিবেচনায় নিয়ে আসা গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

যেসব বিষয় এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল তা হলো, নারীরা প্রতিদিন কি পরিমাণ গৃহস্থালী কাজ করে, এসব কাজের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক মূল্য কত হতে পারে, কত সময় গৃহস্থালী কাজে ব্যয় করে, নারীরা পারিশ্রমিকবিহীন কাজের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কি ভূমিকা রাখছে তা নির্ণয় করা। এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের মাধ্যমে অর্থনীতিতে নারীর অবদানকে বোঝার ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি সচেতনতা তৈরিতে কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে। পাশাপাশি এটি নারীদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

মূল আলোকপাত

ক) এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, সাধারণভাবে পুরুষরা যখন চিন্তা বা ধারণা করে যে পরিবারে নারীদের কোন গুরুত্বপূর্ণ অবদান বা ভূমিকা নেই। নারীদের ভরণ-পোষণের জন্য যে খরচ, বিনিময়ে তারা কোন প্রতিদান পাচ্ছে না। এধরনের চিন্তা থেকে পুরুষরা নারীদের উপর নির্যাতন করে থাকে। অর্থাৎ নারীরা কোন অবদান রাখছে না এই ধারণা থেকে পরিবার বা সমাজে নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

খ) রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশের সম্পদ জিডিপি বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হিসাবের ক্ষেত্রে নারীর অবদানকে যথাযথভাবে গণনা করা হয় না। ফলে জাতীয় বাজেট প্রণয়নের সময় উন্নয়ন বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকার নারীদের জন্য যে বরাদ্দ দেয় সেটাকে শুধুমাত্র খরচ বা ব্যয় অথবা অলাভজনক খাত হিসাবে মনে করে। অন্যদিকে পুরুষ কোন ক্ষুদ্র কাজ করলেও তার অর্থনৈতিক হিসাব করা হয় কিন্তু নারীদের গৃহস্থালীসহ অনেক কাজের সঠিক মূল্যায়ন করা হয় না। তারপরও নারীর এই কাজ জাতীয় উন্নয়নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অর্থাৎ নারী রাষ্ট্রের জন্য তাদের এসব কাজের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভর্তুকি দিয়ে যাচ্ছে।

গ) নারীদের সকল কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করা হলে তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে নারীরা কাজের পরিমাণ অনুযায়ী মূল্য বুঝতে পারলে কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়বে এবং আত্মতৃপ্তি নিয়ে কাজ করবে।

ঘ) সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীর গৃহস্থালীর কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করা হলে পুরুষরা নারীদের মূল্য এবং গুরুত্ব বুঝতে পারবে এবং নারীদের প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল হবে। এর ফলে সুখী, শ্রদ্ধাপূর্ণ, নির্যাতন-সহিংসতামুক্ত পরিবার গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

গবেষণা পদ্ধতি

একান্ত সাক্ষাৎকার ও নমুনা জরিপের ভিত্তিতে গবেষণার প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা ও বয়সের সমান সংখ্যক বিবাহিত নারী ও পুরুষকে গবেষণার জন্য নমুনা হিসাবে নির্বাচন করা হয়। একান্ত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ৫৫ জন নারী ও ৫৫ জন পুরুষ এবং নমূনা জরিপে ৩১৫ জন নারী ও ৩১৫ জন পুরুষের নিকট থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দেশের ১০টি এলাকার ১১টি সংগঠনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাঠকর্মীরা গবেষণার প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। এদের মধ্যে

গবেষণার জন্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছে শহরাঞ্চলে পাঁচটি এবং গ্রামাঞ্চলে ছয়টি সংগঠন। গ্রামীণ ও শহুরে পরিবেশে এবং এলাকাভেদে পার্থক্যমূলক চিত্র তুলে ধরার জন্য এ দশটি এলাকাকে নির্বাচিত করা হয়।

নির্বাচিত এলাকাগুলো থেকে ১০-২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ এর মধ্যে একযোগে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত উপাত্তগুলো যাচাই বাছাই ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিবেদনে যুক্ত করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের জন্য SPSS-12 সফ্টওয়্যার ব্যবহার করা হয়।

দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য আনুষাঙ্গিক উপাত্ত সংগ্রহের কাজটি ২০১২ সালে করা হয়। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট অফিসে ১৫ অক্টোবর ২০১২ তারিখে একটি ফোকাস গ্রুপ বা দলীয় আলোচনার আয়োজন করা হয়। এখানে বিভিন্ন শ্রেণীপেশার ১০ জন নারী অংশগ্রহন করেন। এবং দ্বিতীয় দলীয় আলোচনা ৮ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে টঙ্গীর গাজীপুরাতে আয়োজন করা হয়। এখানেও বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মোট ১২ জন নারী অংশগ্রহন করেন।

অপরদিকে নারীদের গৃহস্থালী কাজের আর্থিক মূল্য নির্ণয়ের লক্ষ্যে ঢাকা শহরের ৮টি এলাকা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এসব এলাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে ৮ জন এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে ৮ জন নারীর (তারা গৃহস্থালী কাজ করাতে গৃহশ্রমিকদের যে টাকা দেয়) সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়। এসব নারীদের নির্ধারিত শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে বেছে নেয়া হয়। আর দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলা এলাকা থেকে নারীদের কাজের আর্থিক মূল্য সম্পর্কিত উপাত্ত ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট-এর নেটওয়ার্কভুক্ত সংগঠনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা। দেশের বিভিন্ন স্থানের ৭টি সংগঠনের নিকট থেকে ১৩টি জরিপ ফরম পাওয়া যায়। জরিপে অংশগ্রহকারী সংগঠনসমূহের এলাকাগুলো হচ্ছে- বরিশাল, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, যশোর, ঝিনাইদহ, খুলনা, মুন্সিগঞ্জ এবং টাঙ্গাইল।

সীমাবদ্ধতা

যে চিন্তা এবং সমস্যার উপর ভিত্তি করে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে সে অনুযায়ী এটি অনেক ব্যাপক ও সময় সাপেক্ষ হওয়া উচিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এমন গভীর একটি বিষয় নিয়ে আরো বড় পরিসরে গবেষণা হওয়া উচিত। কিন্তু এই গবেষণাটি চাহিদা অনুযায়ী ব্যাপক পরিসরে বিস্তৃত করা সম্ভব হয়নি।

গবেষণার জন্য একই সময়ে দেশের একাধিক এলাকা থেকে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলে কেন্দ্র থেকে গবেষকগণের পক্ষে সরাসরি সব গবেষণা এলাকা পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি।

নারীদের বেশ কিছু কাজকে কোনক্রমেই যেমন অর্থমূল্যে মূল্যায়ন করা যায় না তেমনি এগুলোর অর্থমূল্য নির্ধারণ করাও উচিত নয়। যেমন- সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা, আদর, পরিবারের সদস্যদের প্রতি তার মমত্ববোধ ইত্যাদি। বর্তমান গবেষণায়ও নারীদের কাজের অর্থমূল্য হিসাবের ক্ষেত্রে এধরনের স্পর্শকাতর বিষয়গুলো অর্থের মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করা হয়নি।

ফলাফল

জরিপের ফলাফল

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের পারিবারিক তথ্য থেকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ পরিবার ১-৫ সদস্য বিশিষ্ট অর্থাৎ একক পরিবারের সংখ্যা সর্বাধিক। যৌথ পরিবারের তুলনায় প্রতিটি একক পরিবারে নারীদের কাজের চাপ বেশি থাকে। কারণ যৌথ পরিবারে একে অন্যের কাজে সহযোগিতা করে, ফলে কাজের চাপ অনেকটা কম হয়। যেসব পরিবার গৃহশ্রমিক রাখতে পারে না সেসব পরিবারের নারীরা শত কষ্ট সত্ত্বেও বেশি কাজের বোঝা বহন করে।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সবাই পরস্পর স্বামী-স্ত্রী নয়। তবে নারী-পুরুষের বয়সের মধ্যে একটি ব্যবধান স্পষ্ট করা গেছে। কারণ বাংলাদেশের নারীদের প্রচলিত ধারায় পুরুষদের তুলনায় কম বয়সে বিয়ে হওয়ার বিষয়টি এই গবেষণা থেকেই পাওয়া গেছে। অংশগ্রহণকারী নারীদের সর্বাধিক সংখ্যকের ১৭% বয়স ২৬-৩৫ বছরের মধ্যে, অন্যদিকে পুরুষদের ৪০% বয়স ৩৬-৪৫ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ প্রায় ১০ বছরের ব্যবধান লক্ষ্য করা গেছে।

সারণী ১: অংশগ্রহণকারীদের বয়স

বয়স	নারী		পুরুষ	
	গণ সংখ্যা	%	গণ সংখ্যা	%
১৬-২৫	৮৩	২৬.৫%	১১	৩.৫%
২৬-৩৫	১৪৭	৪৬.৭%	১০৯	৩৪.৬%
৩৬-৪৫	৬৯	২১.৯%	১২৬	৪০.০%
৪৬-৫৫	১৫	৪.৮%	৫০	১৫.৯%
৫৬-৭৫	১	০.৩%	১৯	৬.০%
মোট	৩১৫	১০০%	৩১৫	১০০%

আমাদের দেশের অধিকাংশ নারী সামাজিকভাবেই কেবলমাত্র গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত থাকে। সারণী ২ থেকে দেখা যায় নারীদের অধিকাংশের (৭৭%) মাসিক আয় মাত্র ০-৫০০ টাকার (০-৭.১৪ ডলার[৮]) মধ্যে। যেখানে পুরুষদের অধিকাংশের (২৮%) মাসিক আয় ৩০০০-৫০০০ টাকার (৪২.৭৬-৭১.৪৩ ডলার) মধ্যে। উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষণীয় ২৫০০০ টাকা (৩৫৭.১৪ ডলার) আয় করে এমন পুরুষ উত্তরদাতা পাওয়া গেলেও ১৫০০০ টাকার (২১৪.২৯ ডলার) উপরে আয় করেন এমন নারী উত্তরদাতা পাওয়া যায়নি (সারণী-২)। কিছু আর্থ-সামাজিক বিষয় (উচ্চ শিক্ষার অভাব, পেশাগত দক্ষতা লাভের স্বল্প সুযোগ) নারীদের উচ্চ আয়মূলক কর্মকান্ডে যোগদানের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে।

সারণী ২: অংশগ্রহণকারীদের আয়

	নারী		পুরুষ	
শ্রেণী	গণ সংখ্যা	%	গণ সংখ্যা	%
০-৫০০	২৪৩	৭৭.১%	১০	৩.২%
৫০০-১,০০০	২৩	৭.৩%	৬	১.৯%
১,০০০-১,৫০০	১১	৩.৫%	১০	৩.২%
১,৫০০-২,০০০	৫	১.৬%	৩৯	১২.৪%
২,০০০-২,৫০০	২	০.৬%	২১	৬.৭%
২,৫০০-৩,০০০	৭	২.২%	৫৮	১৮.৪%
৩,০০০-৫,০০০	১৩	৪.১%	৮৭	২৭.৬%
৫,০০০-৭,০০০	৬	১.৯%	২৭	৮.৬%
৭,০০০-৯,০০০	২	০.৬%	২৮	৮.৯%
৯,০০০-১১,০০০	১	০.৩%	১০	৩.২%
১১,০০০-১৩,০০০	১	০.৩%	৪	১.৩%
১৩,০০০-১৫,০০০	১	০.৩%	৫	১.৬%
১৫,০০০-২০,০০০	০	০.০%	৭	২.২%
২০,০০০-২৫,০০০	০	০.০%	৩	১.০%
মোট	৩১৫	১০০%	৩১৫	১০০%

[8] Based on an approximate exchange rate at the time of the research of 70 Bangladesh taka to the US$.

গবেষণায় দেখা যায়, নিরক্ষরতার হার নারীদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে বেশি। সারণী-৩ থেকে দেখা যায়, প্রাথমিক স্কুলে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি যায়। ১৪.৩ ভাগ পুরুষ এবং ৭.৩ ভাগ নারী নিরক্ষর। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও নারীদের অংশগ্রহণের হার বেশি কিন্তু ১১তম ক্লাসের পরে পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ কমে যায়। ৭৮.৬% নারীর মধ্যে ৫৫.৬% জন নারী ১০ম ক্লাস শেষ করে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা শেষ করে ১৮.১% নারী এবং ৩০.২% পুরুষ।

সারণী ৩: অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষা	নারী		পুরুষ	
	গণ সংখ্যা	%	গণ সংখ্যা	%
নিরক্ষর	২৩	৭.৩	৪৫	১৪.৩
১ম - ১০ম শ্রেণী	২৩৫	৭৮.৬	১৭৫	৫৫.৬
১১তম স্নাতকোত্তর	৫৭	১৮.১	৯৫	৩০.২
মোট	৩১৫	১০০	৩১৫	১০০

চিত্র ১: অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

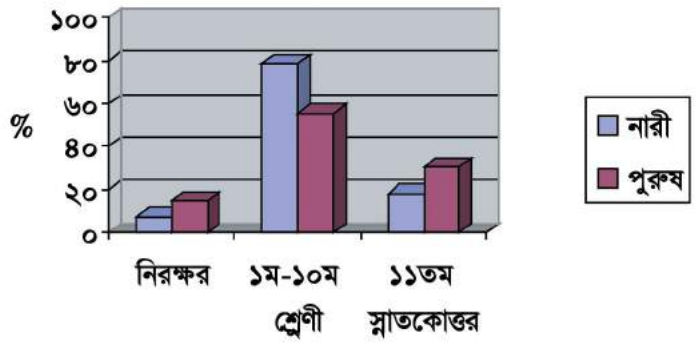

শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অন্যান্যদের মধ্যে ছাত্রীরাই ঝরে পড়ে আগে। আর এই গবেষণায় দেখা গেছে ছাত্রীদের অকালে ঝরে পড়ার জন্য দায়ী হচ্ছে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ। মেয়েরা ভবিষ্যতে পরিবারের আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে না এমন ধারণা এখনও পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে। তাদের লেখাপড়া করানো হয় কেবলমাত্র ভাল পাত্রস্থ করা বা বিয়ে দেয়ার জন্য। অনেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুলে পড়াকালীন সময়ে

পরিবারের পক্ষ থেকে বিয়ে দেয়া হয়। এসব ক্ষেত্রে প্রচলিত কিছু খোঁড়া যুক্তি বা চিন্তা থেকে এখনও আমাদের দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে পরিবার থেকে মেয়েদের জন্য অর্থ বিনিয়োগকে শুধুমাত্র ব্যয় হিসেবে চিন্তা করা হয়। অন্যদিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একাডেমিক শিক্ষায় উচ্চ ডিগ্রিধারী হলেও দক্ষতা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে যোগ দেয়ার সুযোগ পায় না। সামাজিক বা পারিবারিক চাপে পড়ে গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত হয়। আর গৃহস্থালী কাজের সাথে যুক্ত নারীদেরকে সামাজিকভাবে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া বা অনগ্রসর হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

অপরদিকে পুরুষদের মধ্যে নিরক্ষতার পিছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। এগুলোর অন্যতম হচ্ছে ছেলেদেরকে শিশু বয়স থেকেই পরিবারের অর্থ উপার্জনের কাজে নিয়োজিত করা হয়। বেশিরভাগ অভিভাবক একাডেমিক শিক্ষার তুলনায় নগদ অর্থ আয়কে তাৎক্ষনিকভাবে লাভজনক হিসাবে বিচার করে। এরমধ্যে ছেলেশিশুরা যাতে অকালে স্কুল থেকে ঝরে না যায় তাদের জন্য আবার পরিবারের পক্ষ থেকে সাধ্যমত অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। কেননা একাডেমিক শিক্ষা শেষ করে ওই ছেলেরা পরিবারের আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এরকম চিন্তা বা ধারণাও প্রচলিত রয়েছে।

নিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে অধিকাংশ নারীরা কর্মক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ে যেতে পারছে না। তাছাড়া পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নারীদেরকে বিভিন্নভাবে দমিয়ে রাখার একটা প্রবণতা রয়েছে। নারীদের যে কোন চ্যালেঞ্জিং (শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রতিযোগিতা) কাজে যোগদানের ক্ষেত্রে অধিকাংশ পরিবারের পক্ষ থেকে আগ্রহ প্রকাশ করে না। ফলে পরিবারই তাদের দৈনন্দিন কাজের গন্ডিতে পরিণত হয়। সারণী- ৫ থেকে দেখা যায়, বৃহৎসংখ্যক (৮১%) নারী যেখানে সরাসরি গৃহস্থালীর কাজে যুক্ত সেখানে অতি অল্পসংখ্যক (১.৩%) পুরুষ কর্মহীন। যেখানে ১০% শতাংশ নারী চাকুরীর সাথে যুক্ত সেখানে পুরুষের ক্ষেত্রে চাকুরীর হার হচ্ছে ২২%। পুরুষদের বাকী অংশ ব্যবসা (২৪%), রিক্সাভ্যান চালক (৯%) এবং কৃষি কাজ (৮%) ইত্যাদি পেশার সাথে জড়িত।

সারণী -৪: অংশগ্রহণকারীদের পেশা

পেশা	নারী		পুরুষ	
	গণ সংখ্যা	%	গণ সংখ্যা	%
গৃহস্থালী কাজ	২৫৫	৮১.০	৪	১.৩
চাকুরী	৩২	১০.২	৭০	২২.২
অন্যান্য	১৩	৮.৮	২৪১	৭৬.৫
মোট	৩১৫	১০০	৩১৫	১০০

চিত্র ২: গৃহস্থালী এবং বাইরের কাজের সাথে সম্পৃক্ততা

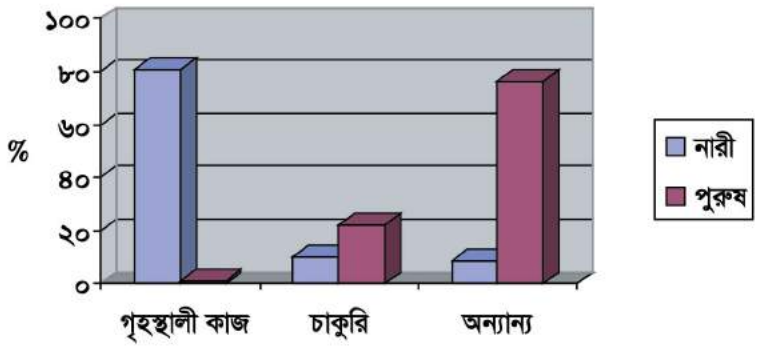

পরিবারের ক্ষমতা কাঠামোতে পুরুষদের আধিক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জনকারী পুরুষ সদস্যরাই পরিবারের প্রধান। সারণী-৫ থেকে দেখা যায়, নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে (৯৩%) তাদের স্বামীদের এবং পুরুষরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে (৯৫%) নিজেদেরকে বাড়ির প্রধান হিসাবে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো নারী চাকুরীজীবি বা পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী হলেও স্বামীকেই পরিবারের প্রধান হিসেবে বলে থাকে। আর যেসব নারী নিজেদের পরিবারের প্রধান বলে উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে বিধবা (২.৯%), স্বামী পরিত্যাক্তা (০.৬%) এবং তালাকপ্রাপ্ত (০.৩%)।

সারণী ৫: অংশগ্রহণকারী পরিবারের প্রধান

পরিবারের প্রধান	নারী		পুরুষ	
	গণ সংখ্যা	%	গণ সংখ্যা	%
নিজে	১২	৩.৮%	২৯৮	৯৪.৬%
স্বামী/স্ত্রী	২৯২	৯২.৭%	৫	১.৬%
অন্যান্য	১১	৩.৫%	১২	৩.৮%
মোট	**৩১৫**	**১০০%**	**৩১৫**	**১০০%**

নারীরা প্রতিদিন দীর্ঘসময় কাজ করেন। সারণী ৬ থেকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ নারী (৫৪%) এবং পুরুষ (৫৭%) এর মতে নারীরা সারাদিনে গড়ে ১৬-২০ ঘন্টা কাজ করেন। আর ঘুমানোর সময় পায় গড়ে ৬ ঘন্টা। এরমধ্যে এক ঘন্টা বিভিন্ন ব্যক্তিগত কাজ যেমন- গোসল, প্রার্থনা ইত্যাদির জন্য ব্যয় করেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত নারীরা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকেন। (পরিশিষ্ট-১)

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, পূর্ণসময় গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত নারীর সংখ্যা ৪৩.৩ মিলিয়ন। এরা গড়ে প্রায় ১৬ ঘন্টা সময় কাজ করেন। অর্থাৎ সমগ্র দেশের সব নারীরা প্রতিদিন গৃহস্থালী কাজে একত্রে ৬৯২.৮ মিলিয়ন ঘন্টা সমপরিমাণ কাজ করছেন। চাকুরীজীবি নারীরা চাকুরীর পাশাপাশি যদি গড়ে প্রতিদিন ৮ ঘন্টা করেও গৃহস্থালী কাজে ব্যয় করেন তাহলে তারা প্রায় ৭৮.৪ মিলিয়ন ঘন্টার সমপরিমাণ কাজ করেন। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে চাকুরীজীবি এবং পূর্ণসময় গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত নারীরা প্রতিদিন ৭৭১.২ মিলিয়ন ঘন্টা সমপরিমাণ কাজ করেন। (বিবিএস-২০০৫)

সারণী ৬: নারীর গৃহস্থালী কাজে সময় ব্যয়

সময়/ঘন্টা	নারী		পুরুষ	
	গণ সংখ্যা	%	গণ সংখ্যা	%
১-১০	৪১	১৩.০%	৫২	১৬.৫%
১১-১৫	৯২	২৯.২%	৭৫	২৩.৮%
১৬-২০	১৭১	৫৪.৩%	১৮০	৫৭.১%
মতামত নেই	১১	৩.৫%	৮	২.৫%
মোট	৩১৫	১০০%	৩১৫	১০০%

চিত্র ৩: নারীর গৃহস্থালী কাজে সময় ব্যয়

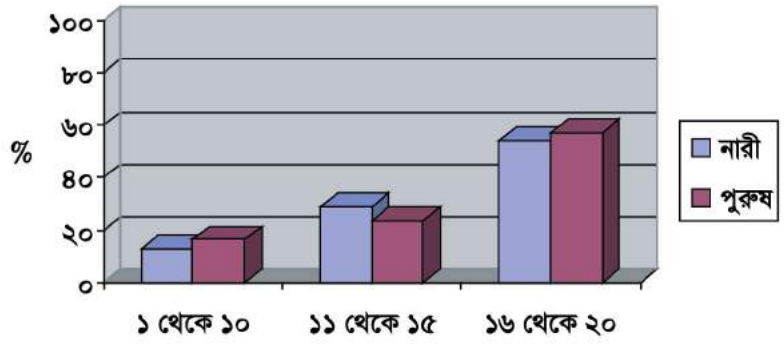

সাধারণভাবে অধিকাংশ নারী একই সময়ে একাধিক কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। যেমন- শিশুকে দেখাশোনার পাশাপাশি রান্না করা, একই সাথে রোগী বা বৃদ্ধদের পরিচর্যা করা অথবা অপর শিশুকে লেখাপড়া করানো ইত্যাদি। এই দ্বৈত সময়কে একত্রে হিসাব করলে নারীদের সারাদিনের কাজের পরিমাণ অনেকাংশে বেড়ে যাবে। গ্রাম-শহরের প্রেক্ষাপটে বা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নারীদের কাজের বড় কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। তুলনামূলকভাবে শহরের তুলনায় গ্রামের নারীদের কিছু বেশি কাজ করতে হয়।

গবেষণা তথ্য অনুযায়ী, নারীদের গৃহস্থালী কাজ সম্পন্নের ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়ের মতামতের মধ্যে বেশ মিল রয়েছে। অর্থাৎ গৃহস্থালী কাজের জন্য নারী যে সময় ব্যয় করছে বা নারীরা যেসব কাজ সম্পন্ন করছে তা পুরুষ জানে। তবে এই সকল কাজকে তারা নারীদের কাজ হিসেবে মনে করে। দুঃখজনক হলো, এত কাজ করার পরও কোন ছাত্র-ছাত্রী বা যে কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'তোমার মা কি করেন? উত্তর আসে 'কিছু করেন না'। এমন মতামত সামাজিকভাবেও স্বীকৃত।

সারণী ৭ থেকে দেখা যায় যে, অর্ধেকের বেশি নারী (৫৪%) এবং অধিকাংশ পুরুষ (৫৮%) মতামত দিয়েছেন যে, পুরুষরা গৃহস্থালী কাজে নারীদেরকে সহায়তা করে। অন্যদিকে ৪৪.৮% শতাংশ নারী এবং ৪১.৬% পুরুষ মতামত দিয়েছেন যে তারা গৃহস্থালীর কাজে নারীদেরকে কোন ধরনের সহায়তা করেন না।

সারণী ৭: পুরুষ কি নারীর গৃহস্থালী কাজে সহযোগিতা করে?

সহায়তা	নারী		পুরুষ	
	গণ সংখ্যা	%	গণ সংখ্যা	%
হ্যাঁ	১৭০	৫৪.০%	১৮৪	৫৮.৪%
না	১৪১	৪৪.৮%	১৩১	৪১.৬%
প্রযোজ্য নয়	৪	১.৩%	০	০%
মোট	৩১৫	১০০%	৩১৫	১০০%

চিত্র ৪: পুরুষ কি নারীর গৃহস্থালী কাজে সহযোগিতা করে?

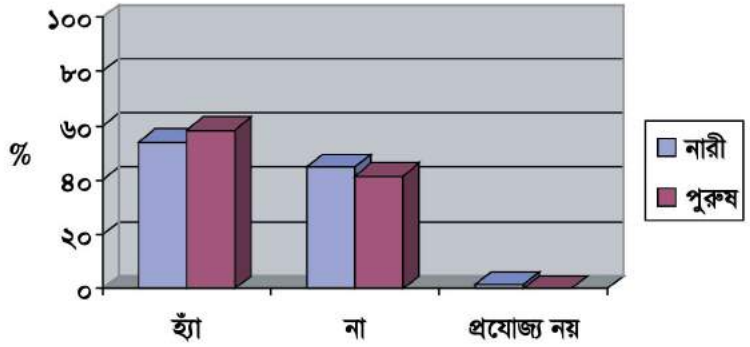

নারীদের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করা না হলেও নারীদের কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে চাইলে অধিকাংশ উত্তরদাতাই ইতিবাচক মতামত প্রদান করেন। সারণী ৮ থেকে দেখা যায়, অধিকাংশ নারী (৮২.৯%) এবং পুরুষ (৮৪.৪%) মতামত প্রদান করেছেন যে, 'নারীদের কাজ গুরুত্বপূর্ণ'। এখানে লক্ষনীয় বিষয় হলো নারীদের তুলনায় বেশি সংখ্যক পুরুষই নারীদের কাজকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মতামত প্রদান করেছেন। পুরুষদের কাছ থেকে এই ইতিবাচক মতামত পাওয়ার পিছনেও একটি কারণ রয়েছে। গবেষণাকারীরা উপাত্ত সংগ্রহের সময় যখন সরাসরি নারীদের কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে চায় তখন নেতিবাচক উত্তর বেশি আসে। কিন্তু উপাত্ত সংগ্রহকারী একটু বিশ্লেষণ করে প্রশ্ন করেন যেমন- রান্না, শিশুকে দেখাশুনা, রোগীর পরিচর্যা, শিশুর লেখাপড়া, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি কাজ 'কে' সম্পন্ন করে এবং এই সম্পন্নকারীর কাজের গুরুত্ব জানতে চাইলে তারা অধিকাংশ ইতিবাচক জবাব দেয়।

সারণী ৮: নারীর কাজের গুরুত্ব

নারীদের কাজ গুরুত্বপূর্ণ	নারী		পুরুষ	
	গণ সংখ্যা	%	গণ সংখ্যা	%
হ্যাঁ	২৬১	৮২.৯%	২৬৬	৮৪.৪%
না	৫৪	১৯.১%	৪৯	১৫.৬%
মোট	৩১৫	১০০%	৩১৫	১০০%

চিত্র ৫: নারীর কাজের গুরুত্ব

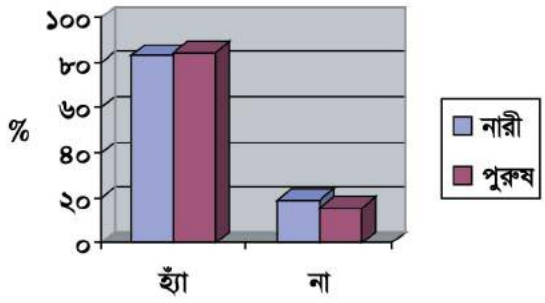

একান্ত সাক্ষাৎকার

একান্ত সাক্ষাৎকারে নারীরা তাদের অবসর সময়টুকুকে কিভাবে কাজে লাগান বা এই সময়ে কি করেন, তার কোন মূল্য আছে কিনা এবং এ জাতীয় আরো বিশেষ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন (পরিশিষ্ট-১)। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত কিছু তথ্য অবশ্য সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে করেও উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রত্যেক নারীকে প্রতিদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হয়। সারণী ৯ থেকে দেখা যায়, অধিকাংশ (৭৪.৬%) নারী প্রতিদিন সকালে সাড়ে ৪টা থেকে সাড়ে ৬ টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠেন।

সারণী ৯: অংশগ্রহণকারীদের সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময়

সময়	গণ সংখ্যা	%
৩:৩১-৪:৩০	৪	৭.৩
৪:৩১-৫:৩০	২২	৪০.০
৫:৩১-৬:৩০	১৯	৩৪.৬
৬:৩১-৭:৩০	৫	৯.১
৭:৩১-৮:৩০	২	৩.৬
৮:৩১-৯:৩০	৩	৫.৫
মোট	**৫৫**	**১০০**

পাশাপাশি সারণী ১০ অনুসারে দেখা যায়, অধিকাংশ (৬১%) নারী রাত ৯-১১ যার মধ্যে ঘুমাতে যান। অন্যদিকে কিছু সংখ্যক (১৩%) নারী মতামত প্রদান করেন, তারা ১১-১২ টার মধ্যে রাতে ঘুমান। আবার ৭% রয়েছেন যারা রাত ১২টা থেকে ১টার মধ্যে ঘুমান।

সারণী ১০: অংশগ্রহণকারীদের রাতে ঘুমানোর সময়

সময়	গণ সংখ্যা	%
৯:০১-১০:০০	১৭	৩০.৯
১০:০১-১১:০০	১৭	৩০.৯
১১:০১-১২:০০	৭	১২.৭
১২:০১-১:০০	১০	১৮.১
১:০১-২:০০	৪	৭.৩
মোট	**৫৫**	**১০০**

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে পরিবারের কেনাকাটা অথবা হাট-বাজার সংশ্লিষ্ট কাজগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষরা করে থাকে। তবে নারীরা বাড়ির আঙিনায় অথবা বাড়ির আশপাশে শাক-সবজি উৎপাদন করেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে বাড়ির আশপাশে জায়গা থেকে বিভিন্ন ধরনের বুনো বা প্রাকৃতিক শাক সংগ্রহ করেন। কিন্তু শহরে কাঁচাবাজার করা সংক্রান্ত কাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারের নারীরা সম্পন্ন করে থাকেন। শহরে নির্দিষ্ট বাজার, কখনও কখনও বাসার সামনে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কিনে থাকেন। কেনাকাটার সময় পরিবারের সদস্যদের পছন্দের খাদ্য তালিকাকে প্রাধান্য দেয় অধিকাংশ নারী। একই সাথে খাদ্যের গুণাগুণ যাচাই বাছাই, শিশু ও অসুস্থদের জন্য বিশেষ খাদ্য তালিকা ঠিক রেখে দরকষাকষির বিষয়েও ভুল করেন না।

রান্নার কাজটি বরাবরই নারীদের করতে হয়। গ্রাম-শহর উভয় জায়গায় দিনে সাধারণত রান্না হয় দুইবার। রান্নার সাথে এর প্রস্তুতির বিষয়টিও জড়িত রয়েছে। শহরে সকাল ও দুপুরে এবং গ্রামে সকাল ও সন্ধ্যায় রান্না হয়ে থাকে। শহর এলাকায় অধিকাংশ বাসায় রাতে শুধু ভাত রান্না করা হয় এবং দুপুরের রান্না করা তরকারি গরম করে পরিবেশন করা হয়।

গ্রাম এলাকায় সকালের খাবার দুপুরে পরিবেশন করা হয়। পরিবারের সদস্যদের জন্য বিকালে নাস্তা তৈরি ও পরিবেশন করে থাকেন অনেক নারী। দিনে তিন বারের খাবার তৈরির জন্য প্রায় ছয় ঘন্টা করে সময় ব্যয় হয়। সন্তানসহ পরিবারের সকলের খাওয়া-দাওয়াসহ অন্যান্য পছন্দের বিষয়টিও মাকে তার হিসাবের মধ্যে রাখতে হয়। সকলের পছন্দের বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই তাকে রান্না করতে হয়। গৃহিণী একজন সুদক্ষ ব্যবস্থাপকের কাজ করেন। তার বিচক্ষনতায় পরিচালিত হয় একটি পরিবার।

রেহেনার ব্যস্ত দিন

ঝিগাতলার বাসিন্দা রেহেনা বেগম (৩৫) (ছদ্মনাম) একজন গৃহিণী। বিএ পাস রেহানা নগদ অর্থ আয় করেন না। তার দিনের কাজ শুরু হয় ভোর ৬টা থেকে আর রাতে ঘুমাতে প্রায় ১২.৩০ টা থেকে ১ টা বাজে। এই প্রায় ১৮-১৯ ঘন্টার মধ্যে তিনি পরিবারের দৈনন্দিন অনেক কাজই করেন। প্রতিদিন যেসব কাজ করতে পারেন না সেগুলো পরবর্তী দিনের জন্য রাখেন। সকাল ৬-৮টা পর্যন্ত খুবই ব্যস্ত সময় পার করেন। সকালের নাস্তা তৈরির পাশাপাশি ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে হাত-মুখ ধুইয়ে স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে (জুতা, জামা-কাপড় পরানো) নাস্তা খাইয়ে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসেন। এর মধ্যে স্বামীর জন্য নাস্তা তৈরি করে রাখেন। ছেলেকে স্কুলে রেখে এসে স্বামীকে নাস্তা দেন। স্বামী অফিসে যাবার সময় তার (স্বামীর) অফিসে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র এবং দুপুরের খাবারও সাথে গুছিয়ে দেন।

রেহানার ভাষায় "সে (স্বামী) অফিসে বের হয়ে যাবার পর নিজে নাস্তা সেরে দুপুরের রান্নার আয়োজন করি।" কাঁচাবাজার ছেলের বাবাই করেন বলে তিনি জানালেন। তবে বাসার কাছের ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে প্রায়ই সব্জি কেনেন। ইতোমধ্যে বুয়া চলে আসে। তাকে কাজের নির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি ঘর গুছিয়ে (বিছানা তোলা, কাপড় চোপড় গুছিয়ে রাখা) ফেলেন।

সকাল সাড়ে ১১ টায় ছেলেকে স্কুল থেকে আনতে বাড়ী থেকে বের হন। এসময় বুয়া (গৃহপরিচারিকা) তার জন্য নির্ধারিত কাজগুলো সেরে দুপুরের রান্নার প্রস্তুতিতে (মাছ কাটা, শাক-সবজি কোটা-বাছা ইত্যাদি) সহায়তা করে। ছেলেকে বাসায় এনে গোসল ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এরপর ছেলের স্কুলের হোমওয়ার্ক করানোর পাশাপাশি দুপুর ও রাতের রান্না শেষ করেন। দুপুরে সবাইকে খাবার পরিবেশন করেন। গোসল করে নামাজ পড়ে নিজেও খান। নিজের খাওয়া শেষে খাবার টেবিল গুছিয়ে রেখে ছেলেকে ঘুম পাড়ান। এসময় মাঝে মধ্যে তিনি নিজেও ঘুমান অথবা বাসার অবশিষ্ট কাজ (কাপড় আয়রন, সেলাই ইত্যাদি) শেষ করেন।

বিকালে স্বামী ফিরে আসলে সবাইকে বিকালের নাস্তা পরিবেশন করেন। সন্ধ্যায় রাতের জন্য শুধু ভাত রান্না করেন। পাশাপাশি ছেলেকে পড়ান। মাঝে মাঝে এ সময় কিছু সেলাইয়ের কাজ করেন। বেশিরভাগ সময় বুয়া কাপড় কাঁচেন এবং অধিকাংশ কাপড় লন্ড্রির দোকান থেকে আয়রন করান তবে তিনি নিজেও মাঝে মাঝে কাপড় আয়রন করেন।

বাসায় বর্তমানে বয়স্ক কেউ নেই। কিছুদিন পূর্বে শ্বাশুড়ি বাসায় ছিলেন অসুস্থ (পক্ষাঘাতগ্রস্থ) অবস্থায়। এসময় নার্সকে প্রতিদিন ৫০০ টাকা দিতে হতো। গত তিন মাস পূর্বে একজন অসুস্থ আত্মীয় এসেছিলেন চিকিৎসার জন্য। তাকে দেখাশোনার কাজও রেহানা করেছেন।

অতিথি আপ্যায়নের কাজ তিনি নিজেই করেন। মাঝে মধ্যে কেনাকাটা করতে যান। বাচ্চার স্কুলের বেতন, বিদ্যুত, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য বিল পরিশোধের কাজ তিনিই করেন বলে জানালেন। স্বামীর তদারকি, সন্তানের যত্ন নেয়া এগুলোতো করতেই হয়। মেয়েদের কাজের কোন অবসর নেই। অবসর কাটাতে গেলে ওই কাজ জমা হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি জানালেন "বাচ্চাকে পড়াতে গেলেই সময় শেষ।" তবে সময় পেলে ঘুমাই অথবা কিছু সেলাই করি। এক সময় পড়াশোনার অভ্যাস থাকলেও বর্তমানে তা আর হয়ে ওঠে না।

তার ভাষায়, 'সংসারের সব কাজেরই আর্থিক মূল্য আছে। তবে অবশ্যই সবকিছুর মূল্য নির্ধারণ করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি করাও ঠিক হবে না (যেমন- সন্তানের যত্ন নেয়া, স্বামী বা পরিবারের সদস্যদের তদারকি করা)। কিন্তু আমি যত কাজ করি এগুলোর জন্য স্বামীর স্বীকারোক্তির চেয়ে বড় কিছু নেই।'

"মনের মত কাজ হয় না, কইয়া কইয়া কাজ করাইতে হয়।" গৃহপরিচারিকাদের কাজ সম্পর্কে একজন অংশগ্রহণকারির মন্তব্য ছিল এমনই। বেশ কিছু বাসায় (৪২.৮৬%)* গৃহিণীদের কাজে সহায়তা করার জন্য গৃহশ্রমিক আছে। তারা কিছু নির্দ্দিষ্ট কাজ করার মাধ্যমে নারীদের কাজে সহায়তা করেন। যেমন বাসন মাজা (থালা-বাটি পরিস্কার করা), ঘর ঝাড়ু দেওয়া, ঘর মোছা, জামা-কাপড় পরিস্কার করা, সপ্তাহে একদিন মশলা বাটা, রান্নার প্রস্তুতিতে সহায়তা করা ইত্যাদি। বিনিময়ে তারা কাজ প্রতি ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত দাবী করে থাকেন।

তবে গৃহশ্রমিকের কাজে অধিকাংশ গৃহিণী সন্তুষ্ট হয় না। কারণ বেশিরভাগ গৃহশ্রমিকের কাজের প্রতি আন্তরিকতার অভাব দেখা দেয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয়টি হলো যে নারী গৃহশ্রমিক হিসাবে কাজ করছেন তিনিও একজন গৃহিণী। অন্যের বাসায় শ্রম দিয়ে পারিশ্রমিক পাচ্ছেন কিন্তু প্রায় সমপরিমাণ শ্রম নিজের বাড়িতে দিয়ে মৌখিক স্বীকৃতিটুকুও পাচ্ছেন না।

গবেষণায় দেখা যায়, চাকুরীজীবি নারীদের দু'টি পূর্ণ দিবস শ্রম ঘন্টার সমপরিমাণ কাজ করতে হয়। অর্থাৎ চাকুরীর পাশাপাশি তাকে গৃহস্থালীর কাজও করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে কর্মস্থলে শ্রমের স্বীকৃতি পেলেও গৃহস্থালীর কাজের কোন স্বীকৃতি পান না। এই গবেষণায় আরও দেখা যায়, গৃহস্থালীতে নিয়োজিত একজন নারী যেমন ১৬ ঘন্টা কাজ করেন তেমনি একজন চাকুরীজীবি নারীও প্রায় ১৬ ঘন্টার মত কাজ করেন। এরমধ্যে ৮ ঘন্টা অফিসে সময় দেন বাকী প্রায় ৮ ঘন্টা সময় দেন বাড়িতে গৃহস্থালী অন্যান্য কাজে। প্রথম ৮ ঘন্টার জন্য তিনি বেতন পেলেও পরবর্তী ৮ ঘন্টার কাজের জন্য কোন স্বীকৃতিও পান না। ছুটির দিনগুলোতে এই কাজের পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। কেননা তাকে এসময় সারা সপ্তাহের জমানো কাজ করতে হয়।

সন্তানের লেখাপড়ার বিষয়টি পুরোপুরিভাবে দেখাশোনা করেন মায়েরা। সন্তানের লেখাপড়ার তদারকি (হোমওয়ার্ক করানো, পড়া প্রস্তুত করানো), স্কুলে যাবার সময় সন্তানকে প্রস্তুত করানো, টিফিনের নাস্তা ঠিক করা এবং তা প্রস্তুত করে গুছিয়ে দেয়া, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্কুলে আনা নেয়ার কাজও করতে হয় মাকে। আবার বাচ্চাকে স্কুলে দিয়ে মাকে বসে থাকতে হয় স্কুলের বাইরে। মা একজন শিক্ষকও বটে। গবেষণা উপাত্ত সংগ্রহের সময় দেখা যায়, একজন গৃহশিক্ষককে সপ্তাহে চারদিন দুই ঘন্টা একজন শিক্ষার্থীকে পড়ানোর জন্য ২৫০০-৩০০০ টাকা দিতে হয়। সন্তানের পড়ালেখার জন্য মায়েরা শিক্ষকদের চেয়েও বেশি সময় দেন। কিন্তু মায়ের দেয়া শ্রমের কোন মূল্যায়ন করা হয় না।

পরিবারের সদস্যদের বহুমুখী চাহিদা পূরণের জন্য দায়িত্ব নারীই পালন করে থাকেন। পরিবারের শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেক সদস্যের প্রতি তার থাকে সমান খেয়াল। আর যে সকল গৃহিণীর ছোট বাচ্চা আছে তাদের বিশ্রামের সুযোগ থাকে না বললেই চলে। অন্য সব কাজের মধ্যেই একটা বড় সময় বরাদ্দ রাখতে হয় নবজাতকের জন্য। এমনকি ঘুমের মধ্যেও তিনি সন্তানের কথা চিন্তা করে অনেকাংশে সচেতন থাকেন। এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় হচ্ছে একজন নারী একই সময়ে একাধিক কাজ সম্পন্ন করেন।

গ্রাম শহর সর্বত্রই গৃহপালিত পশু লালন-পালনের বেশিরভাগ কাজ করেন নারীরা। গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী দেখাশোনা, এদের খাদ্য সংগ্রহ (হাঁসের খাবার কুড়া, শামুক), খাবার দেয়া, চিকিৎসা, পরিচর্যা ইত্যাদি পরিবারের নারীরা করে থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসকল গৃহপালিত পশু পাখি বিক্রির টাকা পুরুষরা সংসারের অথবা ব্যক্তিগত খাতে ব্যয় করেন। কিন্তু এগুলো লালন-পালন করে বিক্রির উপযুক্ত করার জন্য নারীরা যে শ্রম দেয়, তার সঠিক মূল্য কখনও হিসাব করা হয় না।

একজন গ্রামীণ নারীর জীবন

শিউলী (ছদ্মনাম) একজন গৃহিণী। বয়স ৪০ বছর। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় বিয়ে হয় শিউলীর। তারপর নড়াইলের এক কৃষক পরিবারে স্বামী শ্যামলের সাথে সংসার শুরু করেন। এ দম্পতির একপুত্র ও দুই কন্যা সন্তান রয়েছে। ছেলে এস এস সি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর আর পড়াশোনা করেনি। বড় মেয়ে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ছোট মেয়ে সবে মাত্র স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে।

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সকালের উঠান ঝাড়ু দিয়ে হাঁসের খাবার (শামুক) সংগ্রহের জন্য বের হয়ে যান শিউলী। সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে ঘর ঝাড়ু[৯] দিয়ে থালা-বাসন মেজে ধুয়ে নিয়ে আসেন বাড়ির পুকুর থেকে। নিজেদের বাড়ির সাথে পুকুর ও টিউবওয়েল থাকায় নিত্য ব্যবহার্য জলের জন্য খুব বেশি দূরে যেতে হয় না।

শিউলীর স্বামী নিজের জমিতে চাষাবাদ করেন। ভোরেই তিনি কাজে বের হন। প্রতিদিন বিকালে তিনি (শ্যামল) গরুর খাবার (খড় কেটে জাবনা) তৈরি করেন। শিউলী সকালে গরুকে খেতে দেন। তারপর তিনি রান্না করতে বসেন। কাজের ফাঁকে তিনি ছোট মেয়ের পড়া দেখিয়ে দেন। ঘর গুছিয়ে (বিছানা তোলা, কাপড় চোপড় গুছিয়ে রাখা) ফেলেন। রান্না হয়ে গেলে তিনি ছেলে মেয়েকে খেতে দেন। মেয়েরা খেয়ে স্কুলে চলে যায়। সকাল বেলায় তিনি দুপুরের খাবার রান্না করে রাখেন। সকালে শ্যামল কোনদিন খেতে আসেন কোনদিন হয়ত শিউলী ছেলেকে দিয়ে স্বামীর খাবার পঠিয়ে দেন। কখনোও কখনোও নিজেও যান।

সকালে সবার খাওয়া হয়ে গেলে তিনি গরুগুলো বাইরে বের করে গোয়াল পরিস্কারের কাজ করেন। গোবর দিয়ে জ্বালানির জন্য মশাল তৈরি করেন। কোন কোনদিন শ্যামল এসে গরু বের করে দেন।

হাঁস-মুরগি ঘর থেকে বের করে খেতে দেন। কৃষক পরিবার হওয়ায় একটা না একটা ফসল সবসময় থাকে বাড়িতে। বাসায় বয়স্ক শাশুড়ি আছেন। সকালের কাজ শেষ করে গোসলে যান। এসময় তিনি ছেলে-মেয়ে ও পরিবারের অন্য

[9] "Mop" is a bit of a misnomer; people get on their hands and knees on the ground and use a wet cloth to clean the floor (if it is tile or cement). Dirt floors are cleaned by smoothing them with wet dirt, again while on hands and knees.

সদস্যদের কাপড় পরিস্কার করেন এবং আসার সময় কলসে পানি নিয়ে আসেন। তিনি জানান, স্বামীর তদারকি, সন্তানের যত্ন নেয়া এগুলোতো করতেই হয়। মেয়েদের কাজের কোন অবসর নেই। অবসর কাটাতে গেলে ঐ কাজ জমা হয়ে যায়। তবে সময় পেলে ঘুমাই অথবা কাঁথা সেলাই করি। গরুগুলোকে প্রতিদিন নিয়ম করে দুই/তিনবার পানি খাওয়াতে হয়।

সংসারের সব কাজেরই আর্থিক মূল্য আছে। তবে অবশ্যই সবকিছুর মূল্য নির্ধারণ করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি করাও ঠিক হবে না (যেমন- সন্তানের যত্ন নেয়া বা স্বামীর তদারকি করা)। কিন্তু আমি যত কাজ করি এগুলোর জন্য স্বামীর স্বীকারোক্তির চেয়ে বড় কিছু নেই।

উল্লেখ্য, গ্রামীণ নারীদের বেশ কিছু কাজ মাঝে মাঝে বা বিভিন্ন মৌসুমে করতেই হয়। যেমন- ধান শুকানো, সিদ্ধ করা, চাউল ঝাড়া, চালের গুড়া, হলুদ, মরিচ শুকিয়ে মিল থেকে গুড়া করিয়ে পুরো বছরের জন্য সংরক্ষণ করা। বিভিন্ন ধরনের সবজির বিজ সংগ্রহ, মাটির ঘর, উঠান লেপ দেয়া, চুলা তৈরি করা ইত্যাদি।

"কোন ছুটি নাই, অসুস্থ থাকলেও কাজ করতে হয়" অবসর সময় প্রসঙ্গে একজন জানালেন। নারীরা কাজের মাঝে কোন অবসর পান কিনা, পেলে সেসময় কিভাবে কাটান তা আমাদের গবেষণার একটি মূখ্য জিজ্ঞাসা ছিল। অনেকে বলেছেন, তাদের অবসর[১০] বলে কিছু নেই। আবার অনেকে বলেছেন অবসর সময় আছে।

দ্বিতীয় অংশের কাছে অবসর সময়ে কি করেন জানতে চাইলে তারা বলেন, অবসর সময়ে বাচ্চাকে সময় দেন, বাচ্চার হোমওয়ার্ক তৈরিতে সহযোগিতা করেন, সন্তানকে নিয়ে কোচিংএ যান, পরিষ্কার করা জামা কাপড় ইস্ত্রি করেন, কাপড় গুছিয়ে রাখেন, অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে যান, জামা-কাপড় সেলাই করেন (নিজের ও পরিবারের অন্যদের), কুশন-ওয়ালমেট তৈরি অথবা সৌখিন কোন সেলাই কাজ

[10] In lengthy interviews, contradictory statements often appear. For example, while men initially say that women's work has no value, after discussing all that women do, men often state that women's work is very important; that is, the interview itself raises their consciousness. Similarly, while men may initially say women do little work, upon reflection they may recognize that women have no leisure time-or they may fail to see the contradiction between those two statements.

করেন। সারাদিনের অসমাপ্ত কাজও সম্পন্ন করেন এই সময়ে। একটু সচেতনভাবে খেয়াল করলে দেখা যায়, নারীর অবসর সময় কাটে মূলত বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে। গবেষণায় তথ্য প্রদানকারী একজন জানালেন, "দুপুরের পর যখন একটু সময় পাই তখন ঘুমাই।"

সারণী ১১: নারীর অবসর সময়

	নারী	পুরুষ
হ্যাঁ	৬৯.২%	৬৭.৬%
না	৩০.৫%	৩১.২%
মন্তব্য নেই	০.৩%	১.২%
মোট	১০০%	১০০%

চিত্র ৬: নারীর অবসর সময়

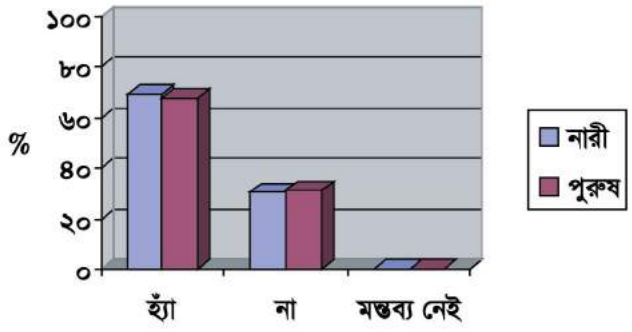

উপরের আলোচনা থেকে মনে করার কোন কারণ নেই যে পুরুষরা কোন কাজ করে না এবং তারা অলস সময় কাটায়। তারাও বিভিন্ন ধরনের কাজে নিয়োজিত থাকেন। তাদের অবসর সময়গুলোও বিশ্রাম এবং বেশ কিছু কাজের মধ্য দিয়ে পার করেন। যেমন- সবজি বাগান করা, আগাছা পরিস্কার করা, বাজার করা, ঘুমানো, পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া, গৃহস্থালী কাজে সহায়তা করা, মাছ ধরা, গরু বাছুরের খাবার প্রস্তুত করা, গল্প করা, তাসখেলা, ক্ষেত্র বিশেষ প্রাইভেট পড়ানো ইত্যাদি।

এত কিছুর পরও পরিবারের ক্ষমতা কাঠামোতে কোন পরিবর্তন নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জনকারী পুরুষ সদস্যই পরিবারের প্রধান। এটি পিতৃতান্ত্রিকতার একটি বড় দৃষ্টান্ত। পাশাপাশি ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখে নারীকে অধস্তন করে রাখার প্রচেষ্টাও বটে। সারণী ৫ থেকে দেখা যায়, নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে (৯২.৭০%) তাদের স্বামীদের এবং পুরুষরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে (৯৪.৬০%) নিজেদেরকে বাড়ীর প্রধান হিসাবে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো নারী চাকুরীজীবি বা প্রধান উপার্জনকারী হলেও পরিবারের প্রধান তার স্বামী। যেসব নারী নিজেদের পরিবারের প্রধান বলে উল্লেখ করেছেন তারা বিধবা অথবা স্বামী পরিত্যাক্তা।

বেশিরভাগ নারী (৬৯.৮%) এমনকি অধিকাংশ পুরুষের মতে (৭৭.১%) কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তারা পরস্পরের সাথে আলোচনা করেন। (সারণী ১২) পাশাপাশি একটি বড় সংখ্যক বলেছেন যে, তারা কোন আলোচনা করেন না। এর কোন প্রয়োজন নেই এমন কথা কেউ বলেননি। যেসকল বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সবজি বাগান করা, সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করা, জমি বিক্রি বা কেনা, চাকুরী করা, হাঁস-মুরগী বা গরু-ছাগল পালন, ঋণ গ্রহণ বা সঞ্চয় করা এবং মেয়ের বিয়ে[১১] ইত্যাদি বিষয়।

সারণী ১২: অংশগ্রহণকারীদের পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী'র আলোচনা

	নারী		পুরুষ	
আলোচনা	গণসংখ্যা	%	গণসংখ্যা	%
হ্যাঁ	২২০	৬৯.৮%	২৪৩	৭৭.১%
না	৯১	২৮.৯%	৭২	২২.৯%
মন্তব্য নেই	৪	১.৩%	০	০%
মোট	৩১৫	১০০%	৩১৫	১০০%

[11] Although this is changing, most marriages, especially in rural areas, are arranged by the parents.

চিত্র ৭: অংশগ্রহণকারীদের পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী'র আলোচনা

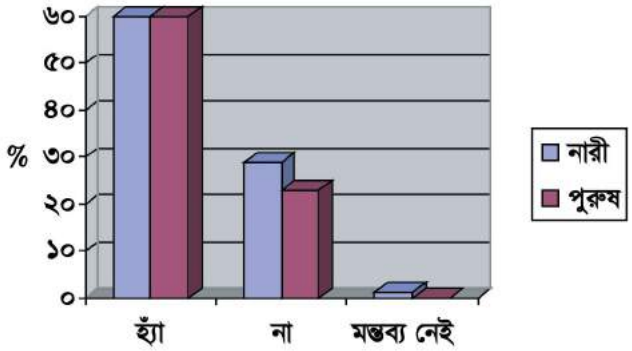

ফোকাস গ্রুপ আলোচনার ফলাফল

ঢাকা এবং টঙ্গীতে দু'টি পৃথক ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (২০১২সালে) আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীপেশার নারীদের অংশগ্রহনে এই আলোচনায় নারীরা তাদের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা সময় বিশ্লেষণ করেন। একইসাথে তারা নিজেদের বাসা-বাড়ির কাজ অন্যের মাধ্যমে করিয়ে নিলে তাদেরকে (গৃহশ্রমিক) কিভাবে, কত টাকা পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করেন এবং যারা নিজেরা গৃহশ্রমিক হিসেবে কাজ করেন তারা কত টাকা পারিশ্রমিক পায় সেসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা

হয়। উভয় ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় প্রায় একই ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে তাদের একমত পোষণ করতে দেখা যায়। অংশগ্রহণকারী সব নারী জানিয়েছেন, তারা দিনে তিনবার খাবার তৈরি করেন, দিনে একঘন্টা ঘরবাড়ি পরিস্কার করেন, এবং আধাঘন্টা সময় কাপড় পরিষ্কারে ব্যয় করেন। অধিকাংশ কাজ যেমন রান্না, ঘরবাড়ি পরিস্কার করা, কাপড় ধোয়া, শিশুদের লালন-পালন, গৃহ-শিক্ষক, স্কুলে যাতায়াত এবং বয়স্কদের সেবাযত্ন করার জন্য প্রচলিতভাবে যে মূল্য প্রদান করা হয় সেগুলো সংগ্রহ করা হয়।

বাগান করার জন্য শহরের নারীরা সময় উল্লেখ করলেও আর্থিক মূল্য জানা যায়নি। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর নারীরা জানিয়েছেন যে, তারা মধ্যবিত্তদের তুলনায় গৃহস্থালী কাজের বেশি মূল্য প্রদান করেন। তবে ঢাকার বাইরে গৃহস্থালী কাজের জন্য খুবই কম মূল্য প্রদান করা হয়। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় একজন সাধারণ নারী দিন রাতের সময় মূলত কাজের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন। যার একটি চিত্র নিম্নে প্রদান করা হলো-

চিত্র-৮. একজন সাধারণ নারীর দিন
(ঘন্টা ধরে বিভিন্ন কাজের সময়)

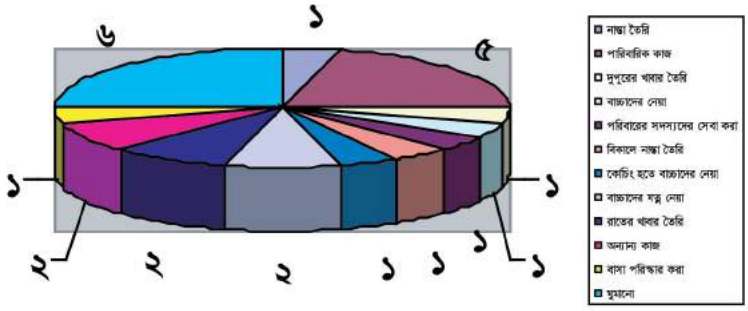

অংশগ্রহণকারী একজন নারী সকাল ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠেন ১০.৩০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত সকালের নাস্তা তৈরি, শিশুদের জন্য স্কুলের টিফিন তৈরি, বাচ্চাদের সকালে ঘুম থেকে উঠিয়ে হাতমুখ ধুয়ে স্কুলের যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে সহযোগিতা করেন। পরিবারের সদস্যদের সকালের নাস্তা পরিবেশন করেন, তার স্বামীকে অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে সহযোগিতা করেন, সন্তানদের স্কুলে দিয়ে আসেন ঘর পরিস্কার করেন, এবং সকালে ব্যবহৃত থালাবাসন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করেন।

সে এরমধ্যে খবরের কাগজ পড়েন, শাশুড়ির সাথে কথাবার্তা/গল্প করে (সঙ্গ দেয়) এবং এর ফাঁকে ফাঁকে সংসারের অন্যান্য টুকিটাকি কাজও করে থাকেন।

এরপর সকাল সাড়ে ১১টা অথবা তার কিছু পরে সাধারণত নারীরা দুপুরের রান্নার প্রস্তুতি নেয়া শুরু করে। যদি তিনি তার সন্তানরা স্কুলে যায় তাহলে তাদের স্কুল ছুটি হলে বাসায় নিয়ে আসে, বাচ্চাদের জন্য হালকা নাস্তা তৈরি করে খেতে দেয় এবং তারপর রান্না শুরু করে। যদি তার একাধিক সন্তান থাকে তাহলে আরও বেশি সময় বাচ্চাদের স্কুলে আনা-নেয়ার কাজে ব্যয় করতে হয়। এরমধ্যে বিকাল ৪.৩০ বা ৫টা বাজে। তিনি তখন সন্তান এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দুপুরের খাবার পরিবেশন করেন, খাবারের সময় ব্যবহৃত থালাবাসন পরিস্কার করে, নিজে দুপুরের খাবার খায়, শিশুদের ঘুম পাড়িয়ে নিজেও তখন একটু বিশ্রাম/ঘুমিয়ে নেয়। সে তার শাশুড়িকেও সময় দেয়।

বিকাল ৫টা থেকে ৬টার দিকে তিনি বিকালের নাস্তা তৈরি শুরু করেন এবং সন্তানদের ঘুম থেকে উঠায়। তিনি সন্তানদের কোচিং সেন্টারে নিয়ে যাওয়া আসার জন্য একটা সময় ব্যয় করেন। মাঝে মধ্যে টিভি দেখে, শিশুদের সাথে সময় কাটায়, বাচ্চাদের হোমওয়ার্ক তৈরিতে সহযোগিতা, এবং যদি বাচ্চার গৃহ-শিক্ষক থাকে তাহলে হালকা নাস্তা তৈরি ও পরিবেশন করেন। রাত ৮টার দিকে তিনি রাতের খাবার তৈরি করেন। সাধারণভাবে রাত ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে বাসার কাজকর্ম শেষ হয়, এরপর সে অনেক সময় পরবর্তী দিনের কিছু কাজ এগিয়ে রাখেন। যদি তার স্বামী বাসায় দেরিতে ফেরে তাহলে তিনি আরও বেশি সময় কাজ করেন। মোটামুটি মধ্যরাত থেকে রাত ১টার মধ্যে তিনি রাতের খাবারের থালা-বাটি ধুয়ে রাখেন।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দু'জন নারী চাকরি করেন। একজন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত অফিস করেন এবং একইসাথে তার বাচ্চাকে অফিসে নিয়ে যান এবং তারও দেখাশুনা করে। যখন সে অফিসের কাজ থেকে একটু সময় পায় সন্তানকে সময় দেন। অপরজন গৃহশ্রমিক হিসেবে কাজ করেন এবং মালিকের বাসার কাজ শেষ করে নিজের বাসার সব কাজকর্ম নিজেই করেন।

অংশগ্রহনকারী নারীদের স্বামী সম্পর্কে জানতে চাইলে জানান, তারা সকাল ৫টা থেকে ৯টার মধ্যে উঠেন। খুব কম সংখ্যক নারীর স্বামী বাচ্চাদের সহযোগিতা, বাজার এবং কাপড় আয়রন করেন। অংশগ্রহনকারী অনেকের স্বামী দুপুরের খাবার খেতে বাসায় ফিরে। যদি স্বামীরা অফিসে চাকরি করে তাহলে সকালে অফিসে যায়

আর বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে বাসায় ফিরেন। যদিও একজন নারী জানান তার স্বামী মধ্যরাতের আগে ফেরেন না। অধিকাংশ পুরুষ রাত ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে ঘুমাতে যায়, যদিও দু'জন রাত ১ টার আগে ঘুমাতে যায় না বলে জানা যায়। একজন পুরুষ অফিস শেষে বাসায় অফিসের কাজ করেন সুতরাং পুরুষরাও ব্যস্ত দিন কাটান। কিন্তু পুরুষদের এই শ্রমের মূল্যায়ন করা হচ্ছে যেখানে নারীরা সাধারণভাবেই হিসাবের বাইরে থেকে যাচ্ছে।

কয়েকজন নারী নির্দিষ্ট করে বলেন, তারা এমন কিছু কাজ করেন যা অনেক পুরুষ হয়ত ভাবতেও পারবে না। যেমন- কোন বেলায় কি রান্না হবে, সেগুলো আয়োজন করে একত্র করে রান্নার প্রস্তুতি নেয়া এবং রান্না করা। অর্থাৎ কেবলমাত্র অফিসের কাজ নয়, গৃহস্থালী কাজও চিন্তা এবং পরিকল্পনা করে সম্পন্ন করতে হয়। কয়েকজন নারী বলেন, যখন তাদের স্বামী কর্মস্থল থেকে বাসায় ফিরে খুব রূঢ়ভাবে খাবার প্রস্তুত না হওয়ার কারণ জানতে চায়। স্বামী বা পরিবারের পুরুষ সদস্যরা নারীদের উদ্দেশ্য করে বলে "সারাদিন তুমি কি কর? তোমার তো কোন কাজ নেই!"

নারীরা জানান, তাদের কোন ছুটি নেই, যদি অসুস্থও হয় তবুও বাসার সব কাজ করতে হয়। যারা অফিসে চাকরি করেন তাদের অবসর সময় এবং পারিশ্রমিক দু'টোই আছে। কিন্তু যারা কেবলমাত্র হাউজ ম্যানেজার (গৃহিনী অর্থে) তাদের এদু'টোর কোনটাই নেই। যখন জানতে চাওয়া হয়, নারীরা তাদের খুব সংক্ষিপ্ত অবসর সময় কি করেন? তখন অংশগ্রহনকারী নারীরা জানান, টিভি দেখেন, পার্লারে যান, বই পড়েন, গান শোনেন অথবা স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যান।

অংশগ্রহনকারী সকলেই তাদের অবসর সময় কিভাবে উপভোগ করেন তা জানিয়েছেন। বাইরে বেড়াতে যেতে চায় অধিকাংশ নারী, দুষ্টু বাচ্চাদের দেখাশুনার দায়িত্ব থেকে কিছুক্ষণের জন্য বিরত থাকতে পারলে একটু স্বস্তি পেত বলে জানালেন একজন, কেনাকাটা এবং সামাজিক অন্যান্য কিছু কাজ করার কথা জানালেন। একজন নারী তার অবসর সময়ের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "মাসে একবার ঘন্টা খানেকের জন্য পার্লারে যাই, ওইটুকু সময় শুধু একান্ত আমার, ওই সময়টুকু আমি খুব আনন্দ উপভোগ করি।"

একজন নারী আবেগের সাথে বললেন, আমার অবসর সময়টুকু আমার কাছে ভীষণ মূল্যবান, "সকাল ৯টা থেকে ১০টা এই একটা ঘন্টা সময় আমি আমার মত করে কাটাতে পারি। আমি গান শুনি, বই পড়ি, শুয়ে থাকি, টিভি দেখি- মোটকথা যা মনে চায় নিজের মত করে তাই করি। আমি এই সময়টুকু ভীষণ ভালবাসি।"

যখন জানতে চাওয়া হয়- 'পরিবারে কে বেশি ঘুমায়'? নারীরা এই প্রশ্নের উত্তরে শুরুতে প্রায় সকলেই মতামত দিয়েছিলেন পরিবারে নারী-পুরুষ প্রায় সমপরিমাণ ঘুমায়। বরং দিনের বেলায় সাধারণত বিকালে যেসব নারী বাসায় থাকেন তারা স্বল্প সময়ের ঘুম (মূলত বিশ্রাম) নিতে পারেন। তাই কেউ কেউ বলেন নারী বেশি ঘুমায়। আমরা এখানে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করি। ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় অংশগ্রহনকারী নারীদের কাছে একটু অন্যভাবে জানতে চাই, আচ্ছা বলুন তো পরিবারে কে সবার শেষে ঘুমায়? এবার অধিকাংশের উত্তর 'নারী'।

আবার জানতে চাই, কে সকালে সবার আগে ঘুম থেকে জেগে ওঠে? এবারের উত্তরও ছিল 'নারী'। পূণরায় জানতে চাই, রাতে শিশুরা ঘুম থেকে উঠলে কিংবা তাদের খাওয়ানো বা বাথরুম করানোর দায়িত্ব কে পালন করে? এতে দেখা যায় পুরুষই বেশি ঘুমায়। এবারে অবশ্য একজন অংশগ্রহনকারী জানালেন যে, তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি পালন করেন। তবে অন্যান্যদের মধ্যে এমন উত্তর লক্ষ্য করা যায়নি। এবারে একজন বলেন, অনেকে (নারী) বাসায় থাকে বিধায় বেশি ঘুমায়। অপর একজন জানালেন, তুলনামূলকভাবে পরিবারে স্বামীরা (পুরুষ) বেশি ঘুমায়। পুরুষদের বিশ্রাম নেয়ার সুযোগও বেশি থাকে।

এফজিডিতে অংশগ্রহনকারী নারীরা সকলেই অনুভব করেন, বাসার বিভিন্ন ধরনের কাজ যেমন: গৃহশিক্ষক, রান্না, বাসার সবকিছু ঠিকঠাক করার জন্য পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কাজের বেতন থাকা উচিত। যদিও গৃহস্থালী কাজের বিনিময়ে নির্দিষ্ট বেতন প্রদান বা পরিশোধ গুরুত্বপূর্ণ নয় বলেও তারা উল্লেখ করেন। তাদের মতে, টাকার বিনিময়ে সবকিছু কেনা যায় না। "নারীরা গৃহস্থালীতে যেসব কাজ করে সেগুলোর পারিবারিক, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এই স্বীকৃতির ফলে নারীরা আত্মতৃপ্তি লাভ করবে। অপরদিকে পরিবারে বা সমাজের নারীর প্রতি সম্মান বৃদ্ধি পাবে।"

গৃহস্থালীর কাজ সম্পাদনের জন্য ছেলে-মেয়ের মধ্যে প্রচলিত বৈষম্যসমূহ দুর করাসহ পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে শৈশব থেকে শুরু করতে হবে। ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে পার্থক্য না তৈরি করে ছোটবেলা থেকেই গৃহস্থালী কাজ- মোট কথা সব কাজ সবাই করতে পারে এমন মানসিকতায় বেড়ে উঠতে শিশুদের সহযোগিতা করা প্রয়োজন। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে গৃহস্থালী কাজের গুরুত্বের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা দরকার

নারীরা প্রায় সকলেই একমত ছিলেন, গৃহস্থালী বিভিন্ন কাজ কিভাবে করতে হয়। এজন্য প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। অল্প বয়সেই তারা পরিবার থেকেই এসব কাজ শিখেছেন। তবে এই কাজ কোন প্রতিষ্ঠান থেকে শেখা লাগে না বলে জানান একজন। গৃহ ব্যবস্থাপক এবং চাকুরীজীবী একজন অংশগ্রহকারী খানিকটা ক্ষোভের সাথে জানালেন, 'মেয়েদের তো সব কাজ শিখতেই হবে। নইলে চলে না'। তবে অপর একজন মতামত দিলেন 'ছেলেদের গৃহস্থালী কাজ করতে বলা হয় না, তাই শেখে না। তাছাড়াও ছেলেরা রান্নাঘরে গেলে শাশুড়ী (ছেলের মা) রাগ করেন'।

একজন দাবি জানালেন, "গৃহস্থালী কাজ বন্ধ রেখে সবাইকে বোঝানো যেতে পারে গৃহস্থালী কাজ কতটা জরুরী।" একজন অংশগ্রহনকারী মতামত দিলেন, এমন একটা নিয়ম হতে পারে যে, স্বামীর আয়ের উপর ভিত্তি করে স্ত্রীকে কিছু আর্থিক সম্মানী দিতে পারে অথবা সরকার নারীদের মাসিক সম্মানীর ব্যবস্থা করতে পারে। অপর একজন মতামত দিলেন, সরকার নারীদের স্বাস্থসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করতে পারে।

অংশগ্রহনকারী সকলেই মনে করেন তাদের গৃহস্থালীর কাজকে স্বামী এবং সরকার উভয়পক্ষ থেকে স্বীকৃতি প্রদান করা খুবই জরুরী। সর্বশেষ একজন দাবি তোলেন যে, সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরোর পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে নারীদের গৃহস্থালী কাজের অর্থমূল্য সংগ্রহ করে হিসাবের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীদের অবদান স্বীকৃতি দিতে পারে। নারীদের প্রাপ্য সম্মান দিতে, তাদের অবদানের সঠিক মূল্যায়ন প্রয়োজন। নারীদের অবদান অনুযায়ী তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারিভাবে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকা দরকার বলে জানালেন একজন অংশগ্রহনকারী।

বিশ্লেষণ

গবেষণার মাধ্যমে দেখা যায়, নারীরা গৃহস্থালীতে অনেক কাজ করেন। আর নারী-পুরুষ উভয়েই গৃহস্থালীর কাজগুলোকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে মতামত প্রদান করেন। তবে এসব কাজের অর্থনৈতিক মূল্য নিরূপণের যথাযথ উপায়ের প্রসঙ্গ এলেই কতগুলো প্রশ্ন তৈরি হয়। নারীদের এসকল কাজের অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ করতে, কোন মজুরি সীমাকে ভিত্তি ধরা হবে? কাজের ঘন্টা ভিত্তি করে মজুরি নির্ধারণ হবে কিনা? একই সময়ে সম্পন্ন একাধিক কাজের মূল্য কিভাবে নির্ধারণ করা হবে? ভিন্ন ভিন্ন কাজের মূল্যের পার্থক্য হবে কিনা? ইত্যাদি প্রশ্ন সামনে আসে। তবে বিষয়টিকে সহজ করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয়েছে।

১. শ্রমের বিকল্প ব্যবহারজনিত খরচ: অর্থাৎ নারী গৃহস্থালী কাজে যে সময় ব্যয় করছে তা যদি কোন অর্থ উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত থেকে ব্যয় করে তাহলে কি পরিমাণ আয় হয়।

২. গৃহ তদারকির প্রতিস্থাপনজনিত খরচ: কোন গৃহশ্রমিককে নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করার জন্য কি পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়।

৩. দায়িত্বের প্রতিস্থাপনজনিত সম্ভাব্য খরচ: নারী গৃহশ্রমের মাধ্যমে যা করছেন তা কোন দক্ষ বা পেশাদার ব্যক্তিকে (ধোপা, বাবুর্চি) দিয়ে সম্পন্ন করতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে।

৪. চাকুরীজীবিদের আয়ের অনুপাতে: সরকারি/বেসরকারি চাকুরীতে নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাদের মাসিক অথবা বাৎসরিক শ্রমঘন্টা গৃহস্থালী কাজের সাথে তুলনামূলক পরিমাণ হিসাব করা।

এই গবেষণা প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রতিটি পদ্ধতি বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে আমরা তিনটি নিয়ম অনুসরণ করেছি। এগুলো হচ্ছে: বিভিন্ন কাজের বাজার মূল্য, কোন একটি কাজের জন্য প্রদেয় অর্থমূল্য এবং সেটির মাধ্যমে নারীদের সমস্ত কাজের হিসাব এবং সরকারি বেতনের সাথে নারীদের কর্মঘন্টার তুলনামূলক হিসাব করা হয়েছে। নারীদের দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে যে অবদান সেগুলোর সঠিক মূল্য হিসাবের জন্য বিভিন্নমুখী পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব। তবে সুনির্দিষ্ট বা একেবারেই একশত ভাগ সঠিক হিসাব বলে প্রমাণ করা খুবই কঠিন কাজ। তবে একাধিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অনেকাংশে যুক্তিসঙ্গত ও নিকটতম পরিমাপ করা সম্ভব।

বাজার দাম অনুযায়ী নারীর কাজের মূল্য হিসাব

এখানে বিভিন্ন স্থানে নারীরা গৃহস্থালীর প্রধানত ৮-৯টা কাজ করতে কি পরিমাণ পারিশ্রমিক প্রদান করে সেগুলোর হিসাব করা হয়েছে। খসড়া হিসাব করলে নারীরা (গ্রাম/শহরের) গৃহস্থালীতে প্রায় ৪৫ ধরনের কাজ করে থাকেন। সেখান থেকে এই তালিকায় ৮টি আর বাগান করা যুক্ত করে ৯টি কাজের মূল্য বের করা হয়েছে। কিছু ভিন্নতা ছাড়া গড়ে সব কাজের মূল্য হিসাব করা হয়েছে। যদিও নারীরা সকলেই সব সময় উল্লেখিত ৪৫ ধরনের কাজ করে না, তবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব প্রচলিত কাজ আছে যা নারীরা করে থাকেন। আমরা আনুমানিকভাবে নিম্নের টেবিলটা তৈরি করেছি যে, বাংলাদেশে বেশিরভাগ নারী (১৫-৬৪ বয়স) তালিকায় দেয়া কাজগুলো মোটামুটি নিয়মিতভাবে করে থাকেন এবং এসব কাজ গৃহশ্রমিকের মাধ্যমে করাতে হলে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয় সেই হিসাবেই এই টেবিলে করা হয়েছে।

এগুলো হচ্ছে, যদি একজন নারী রান্না করেন, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করেন, কাপড় পরিস্কার করেন, প্রতিদিনের সবজি বাজার করেন, শিশুদের দেখাশুনা করেন, বয়স্কদের সেবাযত্ন করেন। এসব কাজ কাউকে দিয়ে করিয়ে নিলে যে পরিমাণ পারিশ্রমিক করতে হয়, একজন নারী কমপক্ষে সেই পরিমাণ অর্থ আয় করতে পারেন।

সারণী ১৩: ঢাকার উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং ঢাকার বাইরের বিভিন্ন পরিবারে গৃহস্থালী কাজের জন্য মাসিক ব্যয় এবং আনুমানিক সময়

কাজ	গড়ে মাসিক বেতন (মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ঢাকা)	গড়ে মাসিক বেতন (উচ্চবিত্ত শ্রেণী, ঢাকা)	গড়ে মাসিক বেতন (ঢাকার বাইরে)
রান্না করা (৫-৬ ঘন্টা/প্রতিদিন)	২,৮৩৮	৪,১৫৬	১,২৩২
ঘর-বাড়ি ঝাড়-মোছ (১ ঘন্টা/প্রতিদিন)	৪৮৮	৫০০	৫৬৭
কাপড় পরিস্কার (৩০ মিনিট/দিন)	৪৬৩	৪৮৮	৮৫৮
সবজি বাজার (১-৩ ঘন্টা/দিন)	৫০০	৫০০	৫৩৮
শিশুদের খাওয়ানো, ঘুমপাড়ানো	২,৯৩৮	৩,৩৭৫	১,২২৫
গৃহশিক্ষক (বয়সের উপর নির্ভর করে)	২,৪৫০	২,৯৬৯	১,০২৫
স্কুলে যাতায়াত (দূরত্বের উপর নির্ভর করে)	১,৫৫০	১,৭০৬	৫৫০৪
বয়স্কদের সেবাযত্ন	৪,৩১৩	৭,৫৬৩	২,৪৫৫
কৃষিকাজ	--	--	১২,১৩১
মাসে মোট (exact figure; above numbers are rounded so total does not exactly match)	১৫,৫৩৮	২১,২৫৬	২০,৫৮১

এই তালিকার মধ্যে শুধু ঢাকার মধ্যে ৮টি এবং ঢাকার বাইরে ৯টি কাজের উল্লেখ রয়েছে। যদিও নারীরা গৃহস্থালীতে প্রায় ৪৫ ধরনের কাজ করে থাকে। যেমন: শুধু শিশুদের দেখাশুনার বিষয়ে এই টেবিলে খাওয়ানো, ঘুমপাড়ানো, গৃহশিক্ষক এবং স্কুলে আনা-নেয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে শিশুদের লালন পালন করতে এই চারটি কাজের বাইরে অবশ্যই আরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে। একইভাবে প্রতিদিন আরও অনেক কাজ যেমন: পরিবারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা হিসাব রাখা, বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় বিল প্রদান করা, কৃষি সংক্রান্ত সব কাজ, গৃহপালিত পশু দেখাশুনা সংক্রান্ত সব কাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পেশাভিত্তিক বেতন প্রদান করা প্রয়োজন। কিন্তু এটা খুবই কঠিন এসব কাজের জন্য কোথাও সুনির্দিষ্ট কোন পারিশ্রমিক হিসাব করা নেই।

যদিও গ্রামাঞ্চলে এসব কাজের পারিশ্রমিক খুবই কম। শহরের নারীদের তুলনায় গ্রামের নারীরা অনেক বেশি ধরনের কাজ করে থাকে। আর বাংলাদেশের প্রায় ৭২% নারী গ্রামে বাস করে। একইসাথে নারীদের মাসিক বেতন স্কেলে যে চিত্র এখানে দেখা যাচ্ছে তার তুলনায় বিভিন্ন কাজে অনেক বেশি সময় দেয়। যেমন- শিশুদের গৃহশিক্ষক বা অসুস্থ্যদের সেবাযত্ন করা। এছাড়া নারীরা গৃহশ্রমিকদের তুলনায় নিজেদের বাসায় অনেক ভালবাসা, যত্ন আর আন্তরিকতা দিয়ে সব কাজ করে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে গৃহশ্রমিকদের বা অন্য কাউকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিলে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয়, সেই আর্থিক মূল্যই এখানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যদি এইসব সেবা বাসার বাইরে থেকে গ্রহন করতে হতো (যেমন- রেস্টুরেন্ট-এ একজন বাবুর্চিকে যে পরিমাণ টাকা দিতে হয়, লন্ড্রী থেকে কাপড় পরিস্কার ও ইস্ত্রি করার হিসাব ইত্যাদি) তখন এই মূল্য অনেক বেশি হবে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিষয় বুঝতে হবে যে, মানুষ কি কাজে কত মূল্য দিচ্ছে এবং কি পাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কেউ ঘর পরিস্কার বা কাপড় পরিস্কার করার জন্য একজনকে মাসে মাত্র কয়েকশ' টাকা দিচ্ছে তার মানে এই নয় যে, সেই কাজের মূল্য ওই সামান্য টাকা। কিন্তু তারা খুব সামান্য টাকার বিনিময়ে এইসব সেবা কিনতে পারছে।

মানুষ গৃহস্থালী কাজ করার জন্য যে পরিমাণ অর্থ বা টাকা দিয়ে থাকে সেটা অনেক সময় প্রয়োজনীয় মনে করে না। কিন্তু এসব কাজ না হলে তাদের মানসম্মত জীবন-যাপন কতটুকু বিঘ্নিত হতে পারে সেটা হিসাব করতে পারে। এমনকি যেসব পরিবারে গৃহশ্রমিক রয়েছে সেসব পরিবারের নারী গৃহশ্রমিকের কাজ সঠিকভাবে

সম্পন্ন করার নির্দেশনা দিয়ে থাকেন, কাজের সুষ্ঠু সমাধান না করা পর্যন্ত তিনি পর্যবেক্ষন ও তদারক করেন।

গৃহস্থালী কাজে নারীর অবদান ব্যবসায়ী, কৃষক এবং হিসাবরক্ষের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট কয়েকটি কাজের জন্য প্রদত্ত তিনটি পর্যায়ের আনুমানিক মূল্য এই টেবিলে দেখানো হয়েছে। ঢাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপাত্ত থেকে সর্বনিম্ন মূল্য এসেছে যার পরিমাণ মাসিক ১৫,৫৩৮/- টাকা। প্রায় একই তবে সামান্য বেশি পরিমাণ আর্থিক মূল্য এসেছে ঢাকার বাইরের উপাত্ত থেকে, তার পরিমাণ মাসিক ১৫,৮০৮/-টাকা। দেখা গেছে, উচ্চবিত্ত শ্রেণীর পরিবারগুলো তাদের গৃহস্থালী কাজের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিমাণ টাকা প্রদান করে, যার পরিমাণ মাসে ২১,০০০/-টাকার বেশি।

দুর্ভাগ্যবশত ঢাকার বাইরের তথ্যগুলোর ক্ষেত্রে বড় রকমের পার্থক্য দেখা গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রদত্ত জরিপ ফরম সঠিকভাবে পূরণ করা হয়নি। এবং অনেক ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণের পার্থক্য অনেক বেশি (যেমন-রান্নার জন্য মাসে সর্বনিম্ন ৩০০ থেকে সর্বোচ্চ ৩০০০ টাকা); বড় রকমের এই পার্থক্য নির্ভরযোগ্য নয়। দু'টি বিশেষ মূল্য (গৃহপালিত পশু পালনের জন্য মাসিক ১০০, ২০০ এবং ৬০০ টাকা) এবং একটি জরিপ ফরমে সব কাজের জন্য একই মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে যা এখানে ব্যবহার করিনি। ঢাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসা কয়েকটি তথ্যের মধ্যে পার্থক্য বেশি দেখা গেছে। যেমন- বাচ্চাদের স্কুলে আনানেয়ার জন্য মাসিক সর্বনিম্ন ৪০০/- থেকে সর্বোচ্চ ২২৫০/- টাকা।

যে কোন ক্ষেত্রে নারীদের কাজের মূল্য নির্ধারণ করতে একটা আনুমানিকভাবে গ্রহনযোগ্য লক্ষ্য/উপায় বেছে নেয়া ভাল। যেসব কাজ নারীরা বিনামূল্যে সম্পন্ন করে থাকে সেগুলোর মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে শুরুতে বেশ অসম্ভব মনে হতে পারে কারণ এগুলোর সুনির্দিষ্ট কোন মূল্য কখনও নির্ধারণ করা হয়নি। ঢাকার বাইরের চাইতে ঢাকার ভিতরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মাঝামাঝি পরিমাণের এবং অনেকাংশে গ্রহনযোগ্য। ফলে আমরা নারীদের গৃহস্থালী কাজের মূল্য নির্ধারণে এই মাসিক মুল্য ১৫,৫৩৮/-টাকা (মূলতঃ সর্বনিম্ন) ব্যবহার করব।

নারীদের বিভিন্ন অবদানের বাস্তবসম্মত আর্থিকমূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে ঢাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দেয়া গড় তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা প্রতিটি কাজের একটি আনুমানিক মূল্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং সেটাকে অন্যান্য ৭টি কাজের সাথে হিসাব করেছি, ফলে নারীদের ৪৫ কাজের মধ্য থেকে ১৫টা হিসাব করা হচ্ছে। প্রতি কাজের জন্য গড়ে মাসিক ১,৯৪২/- টাকা মোট মূল্য ১৫,৫৩৮/৮)।

ওই পরিমাণটা অতিরিক্ত যুক্ত ৭টি কাজ (১,৯৪২*৭)দিয়ে গুণ করলে ১৩,৫৯৫ টাকা হয়। এখন প্রধান ৮টি কাজের সাথে যুক্ত করলে (১৩,৫৯৫+১৫,৫৩৮) মাসিক ওয়েজ-এর পরিমাণ হয় ২৯,১৩৩ টাকা অথবা বছরে প্রতিজন নারীর মোট ৩৪৯,৫৯৪ টাকা। বাংলাদেশে ২০১২ এর আদমশুমারী অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ১৬১ মিলিয়ন, যার মধ্যে ১৫ বছর থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে ৫২.১৬ মিলিয়ন নারী। এবং একজন নারীর বছরে সর্বনিম্ন টাকার পরিমাণ ৩৪৯,৫৯৪/-, ৫২.১৬ মিলিয়ন (বয়স ১৫-৬৪) প্রতিবছর বাংলাদেশের সব নারীর গৃহস্থালী কাজের আর্থিক মূল্য দাড়ায় ১৮,২৩৪,৮১০ মিলিয়ন টাকা বা ১৮,২৩,৪৮১ কোটি টাকা বা ১৮,২৩৪.৮১ বিলিয়ন টাকা বা ২২৭.৯৩ বিলিয়ন ডলার।

সরকারি বেতন স্কেলের সাথে তুলনা করে নারীর কাজের মূল্য হিসাব করা

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনের সাথে তুলনা করেও নারীর কাজের অর্থমূল্য বের করা সম্ভব। গৃহস্থালী কাজের প্রকৃতি ও সন্তান লালন পালন ইত্যাদি সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাই এসব কাজের মূল্য প্রচলিত স্বল্প মূল্যে বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। যেমনঃ নারীর গৃহস্থালী কাজের আর্থিক মূল্য যদি একজন মাঝারি মানের সরকারি কর্মকর্তার বেতনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যদি তারা গৃহস্থালি কাজকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে সরকারি কর্মকর্তারা ছুটি পান ও ৮ ঘন্টা শ্রম দেন অপরদিকে একজন গৃহিণীকে ১৬ ঘন্টার বেশি শ্রম দিতে হয়। এমনকি নারীদের বাৎসরিক, মাসিক কিংবা সাপ্তাহিক কোন ছুটি নেই। সুতরাং এটা সরকরি কর্মকর্তার দ্বিগুণও হতে পারে, কারণ গৃহস্থালী কাজে নারী দ্বিগুণ সময় দেয়।

বাংলাদেশে সরকারি বেতন স্কেলের (২০টি স্কেলের মধ্যে ১০তম) মাঝামাঝি বেতন হচ্ছে মাসিক ১৬,৫৪০/- টাকা। দ্বিগুণ সময় বিবেচনায় নিয়ে নারীদের কাজের মূল্য হিসেবে এই বেতন স্কেলের দ্বিগুন করলে প্রতি মাসে ৩৩,০৮০ টাকা হয় বা বছরে ৩৯৬,৯৬০ টাকা। এখন বাংলাদেশের ১৫-৬৪ বছর বয়সের ৫২.১৬ মিলিয়ন নারীর সাথে গুন করলে দাঁড়ায় ২০,৭০৫,৪৩৩.৬০ মিলিয়ন টাকা বা ২৫৮.৮২ বিলিয়ন ডলার।

এই গবেষণা কার্যক্রমটি প্রথমে ২০০৬ সালে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং ২০০৭ সালে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তখন তিনটি প্রধান পদ্ধতি অবলম্বনে নারীদের অবদানের আনুমানিক মূল্য হিসাব করা হয়। প্রথমতঃ নারীদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের বাজার মূল্য হিসাব করা হয়; দ্বিতীয়তঃ দিনে তারা এসব কাজের জন্য কত সময় ব্যয় করে তার হিসাব করা; তৃতীয়তঃ শহর ও গ্রামীণ নারীর গৃহস্থালী কাজের

দৈনিক মূল্যের হিসাব করা হয়; চতুর্থত: যারা চাকরির পাশাপাশি গৃহিনী ও তাদের চেয়ে সার্বক্ষনিক গৃহিনী (গৃহ-ব্যবস্থাপক) যারা তাদের জন্য দ্বিগুণ আর্থিক মূল্য বিবেচনা করা হয়। ওই পদ্ধতিতে ফলাফল পাওয়া যায় ৬৯.৮ বিলিয়ন ডলার। এরপর আমরা একটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি অবলম্বন করি। নারীদের গৃহস্থালীর ৪৫টি কাজের একটা মূল্য ধরে হিসাব করি। সেই হিসেবে পাই ৮১.৯৩ বিলিয়ন ডলার। সর্বশেষ আমরা সরকারের বেতন স্কেলের মাঝামাঝি পর্যায়ের সাথে হিসাব করি এবং ৯১.০ বিলিয়ন ডলার পাওয়া যায়। হিসাব অনুযায়ী ওই সময় বাংলাদেশের জিডিপি ছিল ৬০.৮ বিলিয়ন ডলার।

এখানে ২০০৬ এবং ২০১২ এর গবেষণা ফলাফল এক নয়, এর মূল কারণ হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে হিসাব করা হয়েছে। এখানে বেতন হিসেবে ১৬ ঘন্টা কাজের সময় গুণ করা হয়নি। কারণ নারীরা একই সময়ে একাধিক কাজ করে ফলে এই হিসাবটা বাস্তব আর্থিক মূল্যের চাইতে অনেক কম হয়ে যেতে পারে। সেকারণে সরকারি বেতনের ক্ষেত্রে আমরা মনে করেছি যে নারীরা দ্বিগুন সময় কাজ করে বিধায় সময়ের হিসাবে সরকারি বেতনের দ্বিগুণ ধরে তুলনা করলে গ্রহনযোগ্য তথ্য পাওয়া যাবে। সেকারণে সাধারণভাবে সরকারি বেতন স্কেলের হিসেবে সব নারীদের (১৫-৬৪ বছর) অবদান হিসাব করা হয়েছে। অন্যদিকে প্রায় ছয় বছর আগে জিডিপি'র সাথে নারীদের অবদান তুলনা করার ক্ষেত্রে পদ্ধতিটির চাইতে নতুন পদ্ধতিটি সঠিক। নারীরা কি কি কাজ করছে তা নতুনভাবে গবেষণা করিনি, এটা অপছন্দের হলেও নারীরা ছয় বছর আগে যেসব কাজ করত এখনও সেগুলো করেন।

আলোচনা

নারীর কাজের গুরুত্ব আছে কিনা; নারীর কাজের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতির প্রয়োজন কিনা? প্রশ্নের জবাবে একজন অংশগ্রহণকারী বলেন, "মূল্য যদি নাই থাকবে তাহলে গৃহশ্রমিককে কেন টাকা দিচ্ছি?" গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ নারী-পুরুষ নারীর কাজের ব্যাপকতা সম্পর্কে বেশ সচেতন। নারীর অবদানের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতির দাবীও জানিয়েছেন তারা।

নারীর কাজের মূল্য হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সবক'টি পদ্ধতির সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যেমন: কোন একটি পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল যে সম্পূর্ণ নির্ভুল বা সুক্ষ্ম তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ বাজার মূল্যের কথা বলা যেতে পারে। একটি সাধারণ মানের রেস্টুরেন্ট এবং একটি উচ্চমানের রেস্টুরেন্টের পাচক বা বাবুর্চির বেতনের অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। ছোট মাঝামাঝি মান এবং উচ্চমানের লন্ড্রী থেকে কাপড় পরিস্কার করা এ দু'য়ের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া প্রচলিত মজুরি হিসেবে সব কাজের সঠিক মূল্য কোনভাবেই পাওয়া যাবে না। যেমন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা যায়, যেখানে কোন ক্ষেত্রে ফ্যাশন ডিজাইনার এবং খেলোয়াড়রা উচ্চ সম্মানী পেয়ে থাকেন কিন্তু সমাজকর্মী বা শিশুদের দেখাশোনায় নিয়োজিতরা অপেক্ষাকৃত কম সম্মানী পায়। বিশ্বজুড়ে এই একই চিত্র বিদ্যমান।

কৃষক অথবা নারীদের কথা ধরা যাক, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ফসল ফলাচ্ছে বা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যোগান দিচ্ছে কিন্তু বিনিময়ে তারা যে পারিশ্রমিক বা আয় করেন তা কোন একটি কোমল পানীয় উৎপাদনকারী অথবা টেলিভিশনের চ্যানেলে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা অস্ত্র ব্যবসায়ীর আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশের সমান। ফলে গবেষণা থেকে কোন কাজের মজুরি এবং সমাজে এর অবদানের মধ্যকার অনেক ব্যবধান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফলে একটি সঠিক হিসাব করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য।

পাশাপাশি সময়ের কথা বলা যায়, নারীদের বিভিন্ন দৈনন্দিন কাজে ব্যয় হওয়া সময়ের পরিমাণ ও মূল্যের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। ফলে সময়ের ভিত্তিতেও প্রকৃত মূল্য বের করা বেশ কঠিন। তাই বর্তমান গবেষণায় সঠিক বা নির্ভুল অর্থমূল্য বের করার পরিবর্তে নিকটতম বা আনুমানিক অর্থমূল্য হিসাবের চেষ্টা করা হয়েছে। একই সাথে নারীদের কাজের ব্যাপকতা বা গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

দুটি ভিন্ন কিন্তু সরল ও সাধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা এরই মধ্যে দুটো ভিন্ন অর্থমূল্য নিরূপণ করতে পেরেছি। এগুলো যথাক্রমে ২২৭.৯৩ বিলিয়ন ডলার এবং ২৫৮.৮২ বিলিয়ন ডলার। যেখানে নারীদের কাজ কমমূল্য হিসাব করলেও বছরে ২০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি দাঁড়ায়। অন্যান্য শিল্প-কারখানার সাথে তুলনা করলেও দেখা যাবে যে, নারীরা অন্য যে কোন খাতের তুলনায় জাতীয় অর্থনীতিতে বেশি অবদান রাখছে। যদিও আমরা সব সময় শুনি নারীদের অবদানের তুলনায় শিল্প কলকারখানা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

নারীদের কাজের অর্থমূল্যের এই হিসাবের বিষয়টি দেশের জিডিপির হিসাবের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যা সিআইএ ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুক ২০১১ এর তথ্যানুযায়ী দেশে জিডিপি হিসাব হয়েছিল ১১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার[১২]। অর্থাৎ নারীরা তাদের সামগ্রিক গৃহস্থালী কাজের মাধ্যমে যে অবদান রাখছে তা জিডিপি'র দ্বিগুণেরও বেশি। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ৩টা বিষয় মনে রাখা দরকার।

ক) সাধারণভাবে জিডিপি থেকে নারীর অবদানকে বাদ দেয়া হয়, তবে নারীর অবদানকে জিডিপিতে হিসাব করা হলে এর পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি হতো।

খ) নারীরা প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৬ ঘন্টা কাজ করেন। নারীদের এই কর্মঘন্টা স্বাভাবিকভাবে ধরে নেয়া যায় পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি। সুতরাং নারীদের সামগ্রিক অবদান পুরুষদের তুলনায় বেশি হওয়াও অত্যন্ত স্বাভাবিক।

গ) নারীরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় মৌলিক সেবা প্রদান করেন সেগুলো মূল্যায়ন করা উচিত। যদিও জিডিপি প্রকৃত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নিরূপনের বাস্তবধর্মী ও উপযোগী পদ্ধতি কিনা তা বিবেচনার বিষয়। তবে নারীদের কাজের অবদানকে উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে পরিসংখ্যান করে জিডিপি'র সাথে যোগ করলে এর পরিমাণ কমপক্ষে তিনগুণ, ১১২ বিলিয়ন ডলার থেকে ৩৩,৯৯৩ বিলিয়ন বা ৩৭৮.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হবে।

পরিমাপের এই পদ্ধতি নিয়ে অনেকে বিতর্কের সুত্রপাত ঘটাতে পারেন কিন্তু কিছু বিষয়কে কেউই একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারবেন না। নারীরা দিনের অধিকাংশ সময় নিজেদেরকে কাজের সাথে যুক্ত রাখেন। এমনকি অসুস্থ অবস্থায়ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন ছুটি বা অবসর পান না। একই সময়ে একাধিক কাজ সম্পন্ন করেন।

[12] The GDP figure is from Wikipedia.

এই গবেষণার উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে, নারীরা প্রতিদিন গড়ে ১৬ ঘন্টা নিজেদেরকে বিভিন্ন কাজে যুক্ত রাখেন। তবে কারো নবজাত শিশু থাকলে এই কাজের পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। এছাড়া নারীরা বেশ কিছু কাজ করেন যেগুলোর কোন অর্থমূল্য হিসাব করা উচিত নয়। এধরনের জটিলতার কারণে সেগুলোকে আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। যেমন: শিশুকে স্তন্যপান করানোর মত স্পর্শকাতর দায়িত্বের কথা বলা যায়। তবে এটা তর্কাতিতভাবে সত্য যে, নারীরা গৃহস্থালীর কাজ বন্ধ রাখলে পুরো পরিবার বা সমাজ ব্যবস্থাই অচল হয়ে পড়বে।

ফলে এই প্রতিবেদনে নারীর অমূল্যায়িত কাজের হিসাব কিভাবে করা হয়েছে এই প্রশ্ন না করে বরং তাদের এসব কাজের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হওয়া জরুরি। তাদের শ্রমের মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্র এবং পরিবারে যে অপরিমেয় অবদান রেখে চলেছেন তার সঠিক মূল্যায়ন ও মর্যাদা প্রদান করা একান্তই প্রয়োজনীয়।

উপসংহার ও সুপারিশমালা

নারীরা গৃহস্থালীতে যে বিপুল পরিমাণ কাজ করেন এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব প্রশ্নাতীত। এগুলো যে বাস্তবিকই গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যাবে, যদি কখনও আমাদের পরিবারের নারীরা খুব বেশি অসুস্থ হয়ে কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়েন।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক হিসাব থেকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত যে, নারীরা গৃহস্থালীতে প্রচুর পরিমাণ কাজ করেন এবং অর্থনীতিতে এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। নারীর গৃহস্থালীর কাজ অর্থমূল্যে বিবেচিত না হলেও স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উপরন্তু সামাজিকভাবে এগুলোকে কেবলমাত্র নারীদের দায়িত্ব হিসেবে যেমন দেখা হয় অপরদিকে নারী নিজেও গৃহস্থালীর কাজকে 'কাজ' মনে না করে নিজেদের দায়িত্ব মনে করেন।

অন্যদিকে, গৃহস্থালী কাজের মাধ্যমে নারীরা সমগ্র অর্থনীতিতে বড় অংকের অবদান রাখছেন। বাইরে থেকে যদি এ কাজগুলোকে করাতে হতো তবে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হতো। আবার ক্ষেত্র বিশেষে গৃহস্থালীর কিছু কাজবাইরে থেকে করানো জটিল এবং কাম্যও নয়। মোটকথা আমাদের পরিবার ব্যবস্থাকে সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে পরিবারের সব সদস্যের মধ্যে সকল দায়িত্বগুলোর সুষম বণ্টন হওয়া দরকার। তাহলেই একটি পরিবার সুন্দরভাবে পরিচালিত হবে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ তে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান প্রতিফলনের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ সকল প্রতিষ্ঠানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, সরকারের জাতীয় হিসাবসমূহে, জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষি ও গার্হস্থ্য শ্রমসহ সকল নারী শ্রমের সঠিক প্রতিফলন ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

নারীদের কাজের সঠিক অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করা বেশ জটিল ও কঠিন কাজ। বর্তমান গবেষণায় বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। একজন নারীর দৈনন্দিন গৃহস্থালী কাজের সম্ভাব্য অর্থমূল্য কি হতে পারে? এই প্রারম্ভিক উদ্যোগ যে পরিপূর্ণ সঠিক- সেটা বলা যাবে না। পরবর্তী সময়ে আরও ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে সঠিক, পরিপূর্ণ ও সর্বজন গ্রহণীয় অর্থমূল্য ও কাজের তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি এটিও তুলে ধরা সম্ভব হবে নারীরা গৃহস্থালী কাজের মাধ্যমে কিভাবে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে। একইভাবে সরকারীভাবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো নারীদের কাজের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করতে পারে বয়স, শ্রেণী ও অবস্থানের ভিত্তিতে। আর সেই তালিকার ভিত্তিতে

ভবিষ্যতে নারীর কাজের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে সহায়ক হতে পারে। এক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি নতুনভাবে নজর দেয়া প্রয়োজন তাহলো:-

- নারীদের গৃহস্থালী কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণ ও নীতিনির্ধারকদের সচেতন করা দরকার; নারী প্রতিদিন যেসব কাজ করে সেসব কাজ ব্যতিত পরিবার বা সমাজ অচল হয়ে যাবে।
- নারীর অমূল্যায়িত বা বাজার বর্হিভূত (গৃহস্থালী) কাজের সঠিক মূল্য জিডিপি হিসাবে যুক্ত করার জন্য সরকারি কর্মকর্তা ও নীতিনির্ধারকদের বোঝাতে হবে। নারীদের গৃহস্থালি কাজকে অন্যান্য পেশাগত কাজের মত বিবেচনা করতে হবে।
- গৃহস্থালী কাজে নারীর বোঝা কমাতে পুরুষের সহযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি করতে হবে। গৃহস্থালি কাজ পরিবারে নারী-পুরুষ সবার দায়িত্ব, শুধু একা নারীর দায়িত্ব নয়।
- নীতিতে অবশ্যই নারীর গৃহস্থালি কাজের গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে, কিন্তু তাদের উচ্চ পর্যায়ের শ্রমমূল্য প্রদানের প্রয়োজন নেই।
- শিশুদের লালন-পালন, বয়স্কদের সেবাযত্ন এবং অন্যান্য গৃহস্থালী কার্যক্রমকে লাভজনক হিসেবে চিহ্নিত করতে উদ্যোগ নিতে হবে। গৃহস্থালীর কাজকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে সরকারি আইন/নীতিমালাতে আসা প্রয়োজন। এবং সাধারণভাবে নারীদের বানিজ্যিক কাজের মাধ্যমে অধিক উপার্জন করার যে প্রচলিত উদ্দেশ্য রয়েছে তার পরিবর্তনে কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- গৃহকর্মে নিয়োজিতদেরকে কর্মজীবী হিসেবে বিবেচনা করে পূর্ণ অবসরের সুযোগ এবং কর্মজীবীদের প্রদত্ত অন্যান্য সুবিধাদি সরকারের পক্ষ থেকে প্রদান করতে হবে।
- নারীদের অবদানের ভিত্তিতে নারীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহন এবং সহযোগিতা প্রদান কেবলমাত্র তাদের অবদানের বিনিময় নয় বরং অধিকার। অর্থাৎ এই বিষয়টিকে মানুষের অধিকারগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে পরিগণিত হবে।

উপরে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো আমাদেরকে এমন একটি সমাজ তৈরিতে সাহায্য করবে যেখানে পরিবারের উভয়েই উপার্জনক্ষম এবং উভয়েই গৃহস্থালী কাজের সমান অংশীদার। এটা নারীদের জন্য কাজকে সহজ অথবা উন্নত করা নয়, বরং এমন একটি সমাজ তৈরি যেখানে কাউকে পারিবারিক দ্বায়িত্ব এবং সাংসারিক প্রয়োজন মেটাতে মাত্রাতিরিক্ত ত্যাগ স্বীকার কিংবা চাপ নিতে হবে না।

কোন মানুষের কাছে অর্থই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নয় আর অর্থের পরিমাণও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভ্রান্তি তৈরি করে। অর্থনীতির অধ্যাপক ন্যান্সি ফলব্রে (২০০৯) দেখান, 'যখন অধিক সংখ্যক নারী অর্থকরী কাজে নিয়োজিত হন, তখন অবৈতনিক কাজে তারা যে সময় দিতে পারতেন তা হ্রাস পায়। পুরুষও সাধারণভাবে এইক্ষেত্রে সহায়তার হাত বাড়ায় না। ফলে, জীবনযাত্রার মান জিডিপি থেকে বস্তুত কমে যায়, উপার্জনের অধিক অংশ ব্যয় করতে হয় বাড়ির বাইরে খাদ্য ক্রয়, গৃহস্থালীর কাজ, শিশুর যত্ন এবং বয়োজ্যেষ্ঠ্যদের সেবা-যত্নের পেছনে, যে সব সেবা ইতোপূর্বে গৃহ থেকেই পাওয়া যেত। জীবনযাত্রার মান এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা কেবল পারিবারিক উপার্জন নয় বরং অবৈতনিক কাজে কতটা সময় দিতে হয় তার উপরও নির্ভর করে।'

নারীদের সাপ্তাহিক কর্মঘন্টা কমিয়ে আনতে হবে; আইনগতভাবে ফ্রান্সে কর্মজীবীরা সপ্তাহে ৩৫ ঘন্টার বেশি কাজ করতে পারে না। অনুৎসাহিত না করে বরং বেতন এবং সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে খন্ডকালীন চাকরিতে উৎসাহিত করছে। কর্মী পূর্ণ না খন্ডকালীন সেটা বিবেচনা না করে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হওয়া উচিত। তাছাড়া এসব সুবিধা প্রদান থেকে অব্যাহতি পেতে সমন্বয়ক/পরিচালকরা কেবল খন্ডকালীন কর্মী নিয়োগ করতে পারেন।

অধিক বেকারত্বের কারণে, কর্মক্ষেত্রে খন্ডকালীন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা গুরুত্বপূর্ণ (যাতে অল্পসংখ্যক মানুষ অধিক সময় কাজ করার পরিবর্তে অধিক মানুষ অল্প সময় কাজ করতে পারেন)। সাপ্তাহিক একটি নূন্যতম সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা যেমন নারীদের জন্য কর্মক্ষেত্রের পাশাপাশি গৃহস্থালির কাজ সম্পাদনও সহজ করে দিতে পারে তেমনি পুরুষদের জন্যেও গৃহস্থালীর কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করতে পারে।

কাজের সংজ্ঞা আরো বিস্তৃতভাবে নিরূপণের ক্ষেত্রে ভুটান একটি ব্যতিক্রম, বলা যায় অনন্য। সময়ের ব্যয় (কাজ এবং ঘুমের জন্য) Gross National Happiness (জিএনএইচ) (যেটাকে বরং আরো স্পষ্টভাবে Gross National Wellbeing বলা যায়) নিরূপণের নয়টি ক্ষেত্রের একটি। জিএনএইচ এর সংজ্ঞানুসারে, অবৈতনিক কাজ যেমন শিশুর যত্ন, সামাজিক কাজে দেয়া শ্রম, এবং স্বেচ্ছাশ্রমও কাজ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বাগান করা, শিশু এবং পরিবারের রোগাক্রান্ত/ অসুস্থ সদস্যদের সেবা, কারুশিল্পে কাজ, গৃহস্থালীর পরিচর্যা, এবং খাদ্য ও পানীয় তৈরিও রয়েছে। ভূটানের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ অতিরিক্ত সময় (৮ ঘণ্টার বেশি) কাজ করেন যদিও আইন অনুযায়ী কর্মদিবস ৮ ঘন্টা।

'মূলত নারীরাই এই অতিরিক্ত কাজ করেন, এবং এইসব নারীরা শহরে নাকি গ্রামে

করেন তা এইক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখে না' (হেলিওয়েল প্রমূখ, ২০১২/Helliwell et al. ২০১২)। যদিও জিএনএইচ নারীর অবৈতনিক কাজের কোন আর্থিক মূল্য দেয়ার কথা বলে না তবুও, এটি এই প্রসঙ্গটিকে অনেকটা এগিয়ে নিতে গৃহস্থালীর সবকাজ এবং পারিবারিক দায়িত্বকেও কাজ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে।

নারীর দ্বারা সম্পাদিত অবৈতনিক কাজের অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ এবং সেই মূল্য জাতীয় সম্পদের হিসেব যেমন জিডিপি'তে অন্তর্ভূক্ত করা হলে তা কেবল জিডিপি'র অংককেই বিশেষভাবে বাড়িয়ে দেবে না বরং তা দীর্ঘসময় ধরে এড়িয়ে যাওয়া উপাদান, নারীর অবৈতনিক কাজ'কে অন্তর্ভূক্ত করে এর মান আরো বাড়িয়ে দেবে। একই সঙ্গে এটা অগণিত নারীর দেয়া আপাত অদৃশ্য কাজ/শ্রমকে দৃশ্যমান করতে ভূমিকা রাখবে।

এর ফলে, নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, পরিবার এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তনেরও সম্ভাবনা তৈরি হবে, যা একটি লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ এবং অধিক সমৃদ্ধ জাতি তৈরিতে ভূমিকা রাখবে। এটা মানুষকে বুঝতে সাহায্য করবে যে নারীর জন্য সরকারের ব্যয় বস্তুত 'ব্যয়' নয় বরং 'বিনিয়োগ', যা কার্যকর অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

বর্তমানে নানান মানবিক প্রয়োজন যেমন অবসর, বিনোদন, পারিবারিক সময়ের প্রয়োজনীয়তার প্রতি আন্তরিক নয়। যেন উপার্জনের জন্য সময় ব্যয় করাই শুধু গুরুত্বপূর্ণ। যাদের সময় শিশু অথবা বয়োজ্যেষ্ঠদের যত্ন অথবা অন্যান্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অথচ অবৈতনিক পারিবারিক বা সামাজিক কাজে ব্যয় হয় তারা অপ্রয়োজনীয়, গুরুত্বহীন ও অনুৎপাদনশীল হিসেবে বিবেচিত হয়। একইসঙ্গে যারা উপার্জনের জন্য কাজ করতে চায় অথবা যাদের মেধা, দক্ষতা এবং শ্রম দেয়ার সামর্থ রয়েছে তারা প্রায়শই কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় না। অনেক প্রয়োজনীয় কাজই সঠিকভাবে ও সঠিক সময়ে সম্পাদিত হয় না কারণ সেই কাজের পারিশ্রমিক দেয়ার কেউ নেই।

এই গবেষণাটি এই বিস্তৃত সমস্যার শুধু একটি বিষয়ে আলোকপাত করে। আশা করা যায় যে, জিডিপি নির্ণয়ের মাধ্যমে আমরা যা মূল্যায়ন করি অথবা আমরা কীভাবে সম্পদের হিসেব করি এবং তা বৃদ্ধি করতে চাই সেই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের শুরু করতে পারি। যদি আমরা স্বচ্ছলতা বৃদ্ধিতে অর্থনৈতিক বিষয়কে চিহ্নিত না করে নারীর সব অবদানকে মূল্যায়ন করি তাহলে আমরা আমাদের পরিবার, সমাজ এবং জাতি অনেকখানি এগিয়ে যাবে।

নারীদের পারিশ্রমিকবিহীন কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন বর্তমানে প্রচলিত জাতীয় আয় বা মোট দেশজ উৎপাদনের পরিসংখ্যানকে শুধু সমৃদ্ধই করবে না, জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর উল্লেখযোগ্য অবদানকে চিহ্নিত করবে। জাতীয় আয় বা মোট দেশজ উৎপাদনের জাতীয় পরিসংখ্যানকে পুনর্বিবেচনায় আনতে পারলে, নারীর গৃহস্থালীর কাজ দৃশ্যমান হিসেবে বিবেচনা করা হবে। পারিশ্রমিকবিহীন কর্মকান্ড বা বাজার বর্হিভূত কর্মকান্ডে নিয়োজিত নারীদের শিক্ষা ও দক্ষতার মানোন্নয়নে অধিকতর রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের যুক্তিটি আরো দৃঢ় করে তুলবে। তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারী সমাজের জন্য সমতা ও উন্নয়ন লাভের প্রশ্নটি অনেকাংশে শক্ত করা সম্ভব হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

- Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), *2004 Statistical Yearbook of Bangladesh*. Dhaka, December 2005.
- Efroymson, Debra, Sian FitzGerald and Lori Jones, ed. *Promoting Male Responsibility for Gender Equality: Summary Report of Research from Bangladesh, India and Vietnam*. HealthBridge (Dhaka) 2006.
- Farmer, Paul. *Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor*. University of California Press, Berkeley, 2005.
- Hamid, Shamim. *Why Women Count, Essays on Women in Development in Bangladesh*. Dhaka: University Press Limited, 1996.
- Heymann, Jody and Christopher Beem, Editors. *Unfinished Work, Building equality and democracy in an era of working families*. New York, London: The New Press, 2005.
- http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP
- Islam, Nazul. "Exploitation of domestic workers" in The Daily Star (Bangladesh newspaper), December 21, 2006 (http://www.thedailystar.net/2006/12/21/d612211502116.htm).

- Waring, Marilyn. "Counting for Something! Recognising women's contribution to the global economy through alternative accounting systems" in *Gender and Development* Vol. 11, No. 1, May 2003.
- Waring, Marilyn. *If Women Counted: A New Feminist Economics*. HarperSanFrancisco: 1998.
- UNPAC, "Women and the Economy" 2003-2006, http://www.unpac.ca/economy/unpaidwork.html.
- World Health Organization, *Impact of Tobacco-related Illnesses in Bangladesh*. Dhaka: January 2005.

Appendix 1: List of tasks regularly performed by women

Note: Although we mention 45 tasks that emerge from the research, the figure is somewhat arbitrary, as various tasks can be further sub-divided. Naturally, not all women engage in all tasks, and tasks involving childcare of course vary by the age of the child. It is mostly rural women who engage in agriculture-related tasks and animal husbandry, and some of the handicrafts are performed more commonly by rural than urban women. Some tasks are seasonal or occasional, including certain agriculture work and taking care of the sick; some tasks take far longer than others, e.g. cooking is one of the longest. The figure of 45 tasks is thus a rough estimate.

Agriculture-related

1. Preparing soil, planting seedlings, weeding, etc. for rice paddy
2. Managing daily workers for rice paddy
3. Preparing plot, etc. for vegetable gardening
4. Growing vegetables (watering, weeding, etc.)
5. Managing daily workers for gardening
6. Harvesting
7. Food processing
8. Collecting and drying seeds

Animal husbandry

9. Caring for ducks and chickens (cleaning, feeding, etc.)
10. Medical care of small animals
11. Collecting and selling eggs
12. Caring for larger animals (cows, goats): cleaning, feeding, etc.
13. Milking cows
14. Taking milk to market

Handicrafts

15. Making baskets, mats, nets, holders to hang pots, pottery
16. Embroidery
17. Making clothes
18. Mending clothes

Housework

19. Cleaning the home (sweeping, washing the floors, dusting, putting things away)
20. Cleaning around the home
21. Tending mud floors
22. Making beds, hanging and taking down mosquito nets
23. Washing dishes (3-4 times/day)
24. Hand-washing clothes; hanging clothes out to dry
25. Ironing, folding, and putting clothes away
26. Preparing food for cooking: cleaning rice, preparing and washing vegetables, grinding spices, cleaning fish, etc.*
27. Cooking, making bread (3-4 times/day)
28. Tending to and lighting lamps
29. Collecting firewood or other materials for fuel
30. Making fuel from cow dung
31. Carrying water
32. Supervising household help
33. Helping with family business, piecemeal work
34. Preparing various foods for sale (puffed rice, pounded rice, etc.)

Caring for family members

35. Caring for children (bathing, dressing, tending, feeding, putting to bed, etc.)
36. Caring for the sick
37. Caring for husband
38. Teaching children, helping with homework
39. Taking children to and from school
40. Feeding, looking after guests
41. Paying bills
42. Shopping for food
43. Shopping for clothes and other household items
44. Managing the household (organizing activities and expenses)
45. Taking the ill to the doctor

Leisure time activities

1. Gossiping
2. Watching TV
3. Listening to the radio
4. Visiting friends or family
5. Resting
6. Taking care of children
7. Sewing
8. Finishing unfinished work
9. Personal tasks: bathing, dressing, personal care, praying, study, self-development
10. Attending community events (weddings, funerals, etc.), participating in community activities (microcredit groups, other women's groups, etc.)

---

* These activities are very labor-intensive. Cleaning the rice involves sifting it for small stones, then washing it. Many green leafy vegetables require painstakingly peeling strings off the stalks and pulling off the leaves, sorting through for leaves that are spoiled. Chickens and fish generally begin in the whole state; chickens must be killed, plucked, etc., and fish must be scaled. All spices are ground in the home, and everyday this involves cleaning and smashing garlic and ginger as well as grinding spices with a mortar and pestle or a board and sort of rolling pin.

Tasks of maids

1. Washing clothes
2. Washing dishes
3. Cleaning the home
4. Helping with food preparation and cooking
5. Cleaning around the house
6. Feeding children
7. Taking children to and from school
8. Tending to children
9. Collecting fuel

Appendix 2: Questionnaires

In-depth interviews checklist

Women

- Does anyone help you with your housework?
  - Who helps you?
  - Do you pay that person?
  - How much do you pay that person, and for what tasks?
  - What kinds of work does the person do? (List)
- What work do you do in the home? (List)
- Do you have any free time?
  - What do you do in your free time? (List)
- Does your husband help you with your work?
  - If so, what tasks does he help you with?
- Is there an economic value to the work you do for the family?
  - If yes, why? If no, why not?
- Do you and your husband discuss decisions? Give an example of a decision made jointly.
- How is it possible to measure the economic contribution you make to the family?

Men

- Does anyone help your wife with the housework?
  - Who helps?
  - Do you pay that person?
  - How much do you pay that person, and for what tasks?
  - What kinds of work does the person do? (List)
- What work does your wife do in the home? (List)
- Does your wife have any free time?
  - What does your wife do in her free time? (List)
- Do you help your wife with her tasks?
  - With what tasks do you help her?
- Is there an economic value to the work your wife does for the family?
  - If yes, why? If no, why not?
- Do you and your wife discuss decisions? Give an example of a decision made jointly.
- How is it possible to measure the economic contribution your wife makes to the family?

Survey form

Questionnaire for married women

Village: Ward: Union: Sub-district: District:
Researcher's name: Date:
Basic information

a. Age:
b. Monthly income:
c. Husband's age:
d. Husband's monthly income:
e. Profession:

- Level of education: Illiterate, can only write name, can read and write, class 1-5, class 6-8, class 9-SSC, HSC, higher education, other
- Marital status: Married Widowed Separated Single
- Number of family members:
- Number of people earning an income:
- Number of dependents:
- Who is the head of the household?
- What is the profession of the head of the household?
- Is your house owned/rented/other?

Information on women's work

	What activities	How many minutes/hours	Economic value
Morning			
Noon			
Afternoon			
Evening/night			

What work do you do in the family?

- Do you have any free time? Yes/No
  - If yes, what do you do in your free time?
- What does your husband do in his free time?
- Is the work you do in the household important? Yes/No
  - Why/why not?
- How could one estimate the economic value of the work you do?
- Does anyone help you with your housework? Yes/No
  - If so, who? (maid, sister-in-law, mother-in-law, daughter, other)
- Does your husband help you with your work? Yes/No
  - If yes, with what work? (List)
- Do you and your husband discuss important decisions? Yes/No
  - If yes, give an example:

HealthBridge
RESEARCH · POLICY · ACTION · DEVELOPMENT
1 Nicholas Street, Suite 1004
Ottawa, ON Canada K1N 7B7
www.HealthBridge.ca

14/3/A, Jafrabad, Rayerbazar, Dhaka - 1207, Bangladesh
Phone : 88-02-9112446, 4475629273, 9121110
info@wbbtrust.org, www.wbbtrust.org